ঊষা।

গীতি-নাট্য।

(১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত
প্রণীত ও প্রকাশিত।

গীতি-নাট্য সম্বন্ধে।

নাট্য জগতের দৃশ্য এক অভিনব সুন্দর। এ জগতে প্রবেশ করা, ইহার অভ্যন্তরিন্ বস্তুনিচয়ের মধুরতা অনুভব করা, এ জগতের বিশাল বিস্তৃত অতলস্পর্শ রম্য ভাবের মধ্যে, আপনার হৃদয়কে মগ্ন করিয়া, ইহার সুতার আস্বাদন করা যারপরনাই তৃপ্তিকর।

নাট্য জগতের প্রবেশের পথ বড়ই দুর্গম। সহজে প্রবেশ করিয়া আপনার উদ্দেশ্য কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসা বিষম দুষ্কর।

ইহার সকল চরিত্রগুলির পূর্ণ বিকাশ, দৃশ্যাবলির পারিপাট্য, ভাষার মধুরতা, এই সকল বজায় রাখা, বড় সাধারণ নিপুণতার কার্য্য নহে।

এ স্থলে ও সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রয়োজন নাই; উপস্থিত এই ক্ষুদ্র গীতি নাট্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

দৃশ্যাবলির পারিপাট্যে, ভাষার মধুরতায়, কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না জানিনা, জানিবার প্রয়োজনও নাই, তবে ইহার চরিত্র-বৃন্দের উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—

উক্তিগুলি গীতি নাট্যের পক্ষে একটু দীর্ঘ হইয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘ উক্তিগুলি আমি দোষ বুঝিয়াই লিখিয়াছি।

এই গীতি নাট্যখানি, অভিনয়ের নিমিত্ত লিখিত। যখন সাধারণের চক্ষের উপর প্রদর্শিত হইবে, তখন যিনি মনে করিবেন "আমি (Drama) নাটক অভিনয় দেখিতেছি," তখন তাঁহার মনে সেই ভাবই প্রতীয়মান হইবে, আর যিনি মনে করিবেন,

"আমি (Opera) গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিতেছি" তখন তাঁহার প্রাণের ভিতর সেই ছবিই ধরিয়া দিবে এই উদ্দেশে "ঊষা" রচিত

(SUBJECT) বিষয় সম্বন্ধে !

প্রকৃত প্রণয়, কপট বন্ধুত্বের বিষময় ফল, নিরাশ প্রেমিকার এবং আত্ম বিসর্জ্জন, প্রধানতঃ এই কয়েকটী চিত্র, যথাযথ ফুটাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীঅ—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

মদন

প্রদোষ ... রাজকুমার।

বিমল ... প্রদোষের সখা

স্ত্রীগণ

রতী

উষা ... রাজকুমারী

মাধুরী ... উষার প্রধানা সহচরী

সখীগণ ইত্যাদি

ঊষা।

(গীতি-নাট্য)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কানন।

(মদন ও রতির প্রবেশ)

রতি — গীত

দিব তুলে—তারি গলে
আদরে যাহারে প্রাণ—প্রাণ দিতে বা
কাঁদাইয়া অলিকুল,
তুলিয়াছি ফুলকুল,
গেঁথেছি চিকণ-মালা সোহাগ ছলে ॥

মদন —কার তরে এ সোহাগ—ওলো সোহাগিনী ?
কুসুমের হারে, কারে বাঁধিবারে,
কাঁদাইয়া অলিকুল,
ফুলকুল তুলি সযতনে,

সুলোচনে,
গাঁথিয়াছ এ গাঁথনি ?
ধন্য সেই জন,
এ রতন যার প্রেম করে আকিঞ্চন
রতি —প্রাণে প্রাণে ভালবাসি যারে,
তারি তরে গাঁথা এ গাঁথনি !
গুণমণি,
জাননা কি আমি প্রেমাধিনী ?
মিশায়েছি জীবনে জীবনে ;
নয়নে নয়নে চাহি যবে,
কি যেন কেমন ভাবে হই নিমগন।
প্রাণধন ,
ভুলে যাই আপনারে,
ভুলে যাই আত্মপর,
জগৎ সংসার যেন দৃশ্যহীন হয মোর চোখে ,
পলকে পলকে ঐ মুখে,
নবীন মাধুরী হেরি ;
ধীরি ধীরি হই নাথ ! আপন বিভোলা
উদাস প্রাণের খেলা,
তোমারে কি কব ?
যারে ভালবাসি,
প্রেম ফাঁসি পরিয়াছি যার প্রেমে,
যার তরে গেঁথেছি এ হার,
দিই গলে তার (মালা প্রদান)

মদন প্রেমময়ি !
সাধে কিলো তোর প্রেমে হ'য়েছি বিভোর ?
আমি আর নহি তো আমার।
তোর প্রেমে জরজর,
বৃথা এ কুসুম শর,
ফুলধনু নয়নের কাছে মানিয়াছে হার!
হেমহার তুমিলো আমার,
ধরিয়াছি কণ্ঠে সযতনে
ধর যবে হেম কণ্ঠে তান,
স্থির দৃষ্টে চেয়ে থাকি শুধু
সকরুণ সুস্বর লহরি,
ধেয়ে যায় উন্মত্তের প্রায়,
উন্মত্ত পবন উন্মত্ত কানন,
উন্মাদ প্রকৃতি গায় গান।
ভ'রে যেত প্রাণ
অন্তরের হাসি ফুটিয়া উঠিত তোর,
ভাবে তোর করিত আমারে!
কল্পনা কুঞ্জকে নাচিত অন্তর মম।
জীবনের ভ'র, প্রাণের বিরাগ চেপে আছি প্রাণে

রতি —(ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে)
হের নাথ,
কি সুন্দর বন শোভা,
সুবি অতি মনোলোভা।
ফুটিয়াছে ফুলরাজি থরে থরে,

সোহাগের ভরে,
পবনের সনে করে খেলা,
বিহঙ্গ সঙ্গীতে
চিত্তে আনন্দ উচ্ছ্বাস!
শোভার বিকাশ চারিধারে,
হেরে মেটেনাক আশ
মদন —প্রিয়ে,
আজি খেলিব প্রেমের খেলা এ কানন মাঝে।
ফুলধনু ফুল শরে,
বহুদিন ধরে,
করি নাই প্রণয়ের কেলি।
সাধ আজ হয়েছে সে আশে,
আয়াসে পুরাব তাহা।
রতি —পূর্ণ কর অধিনীর আকিঞ্চন,
কহ বিবরণ,
কেমনে সে সাধ নাথ, করিবে পূরণ।
মদন —জান তুমি—
প্রতিদিন হেথা সখিগণ সনে,
কুসুম চয়নে,
আসে ঊষা রাজার নন্দিনী।
কি কহিব রূপের মাধুরী তার?
ছার স্থির সৌদামিনী।
দেখেছ কি বিনোদিনী,
শশাঙ্ক কৌমুদী সনে চপলা খেলিতে?

সে রূপের নাহিক তুলনা,
অতুলনা সে ললনা ধরামাঝে
আজি মৃগয়া কারণে
সহচর সনে,
আসিছে এ বনে, প্রদোষ রাজার পুত্র ,
তার করে,
'ঊষা' রূপসীরে করিব অর্পণ
যোগ্যজনে যোগ্যধন দিব সমাদরে

রতি ভাল খেলা খেলিতে ক'রেছ সাধ
নাথ !
প্রেমিকে মিলাতে প্রেমিকার সনে,
যে আনন্দ পাই মনে,
অধিক কি কব আর ?

মদন প্রেমের যা' রীতি,
সতি,
মিলনের আগে শিখাইব তাই
বিরহে কাঁদিবে বালা,
কত জ্বালা কত মর্ম্ম কাতরতা,
ক্ষুদ্র হৃদে সহিবে তাহার
শেষে যাতনার ভার,
আর না বহিতে হবে
স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বুকে এসে বসে,
জুড়াইবে তাপিত পরাণখানি !
চন্দ্রাননি !

তুমি মম জীবন সঙ্গিনী,
এ রঙ্গেতে হ'ওলো রঙ্গিনী।
চল প্রিয়ে।

রতি — গীত

মাতিবে জীবন মন, প্রেমলীলা দরশনে।
ফুটিবে নবীন কলি, সোহাগের পরশনে।
শাখী 'পরে পাখী গুলি, প্রাণ ভোলা তান তুলি,
গাহিবে আপনা ভুলি, গুঞ্জরিবে অলিগণে
অনুরাগ নীরে ভাসি, সুধাকর হাসি হাসি,
পরিবে প্রণয় ফাঁসি, কুমুদী পরাণ সনে।
প্রেমধারা থরে থরে, উথলিবে সুখভরে,
প্রেমিকা প্রেমিক করে, সঁপিব যতনে॥

[মদন ও রতির প্রস্থান।

(ঊষাকে লইয়া মাধুবী প্রভৃতি সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ — গীত।

কমলকলি জলে চলে যায়।
চলে চলে কভু সে লুকায়॥
চেয়ে থাকে ফুল, মধুপ আকুল,
চুপি চুপি ধরে তারে বুকেতে বসায়।
তাই কলিকা দোলায়
কভু আপনি চঞ্চল, উড়ে মধুপ সকল,

হাসে কলিকারি দল,
কাঁদে অমল কমল,
কেঁদে কেঁদে শেষে পরে নয়ন মিলায়
তবু ফিরে ফিরে চায়।

(সকলে পুষ্পচয়নে নিযুক্ত)

মাধুরী (একটী ফুল তুলিতে গিয়া) ওলো—ওলো, এ ফুলটী তোলা হবে না, এ ফুলটী তোলা হবে না

১ম সখী —কেন, কেন ?

মাধুরী দেখছিস্নি, ফুলের উপর একটা ভোম্‌রা বসে মধু খাচ্ছে. সুখের জিনিসটা ভাই কেমন ক'রে কাড়বো বল ?

২য় সখী হ্যাঁলো হ্যাঁ, ঠিক ঠিক অমন কাজ করিস্নি ; অমন কাজ করিস্নি , তোরও তো সুখের জিনিস আছে, যদি কেউ এম্‌নি ক'রে কেড়ে নেয়, তুই কি প্রাণে ব্যথা পাস্নি ?

মাধুরী দূর্—তা কেন ? আমি কিনা সেই জন্যেই তুলছিনি ? যদি হুল ফুটিয়ে দেয় ?

২য় সখী না হয় একটু জ্বালা সইবি !

মাধুরী যদি জ্বালাই সইতে পারবো, তাহ'লে কি আর হুল ফোটাবার ভয় করি ?

৩য় সখী ওলো, কারুর সুখের জিনিস যাবার ভয়ও ক'রতে হবে না, কারুর হুল ফোটাবার ভাবনাও ভ'বতে হবে না দাঁড়ানা, মধুটুকু ফুরুক্ ভোম্‌রা আপনি উড়বে। কথায় বলে—

ফুলে ফুলে যাই, মধুটুকু খাই,
মধু গেলে আর তোমার নই
যার মধু আছে, যাই তারি কাছে,
তারি প্রেমরসে, মগন রই।

১ম সখী ওলো যা বল্লি ঠিক—তাই হ'ল ঐ দ্যাখ, ভোমরাটা আপনি উড়ে গেল! মধু থাক্‌তে কি আর উড়েছে? মধুটুকু শেষ ক'রে তবে গেছে

ঊষা সখি, এই কি প্রণয়ের রীতি?

মাধুরী এই রীতি সই, এই রীতি! তুমি ভালবাস, তার অদর্শনে দশদিক্ অন্ধকার দেখ, কিন্তু সে তোমায় ভালবাসবে না; সদাই পায়ে ঠেলবে, আর তুমি যদি না ভালবাস, তাকে দেখলে মুখ ফেরাও, সে তোমার পায়ে প'ড়ে থাক্‌বে, তোমার জন্যে প্রাণ দিতেও কাতর হবে না প্রাণে প্রাণে প্রাণ ঢালা ভালবাসা হয় না, এমন নয়, খুব কম

ঊষা প্রাণ না দিলে তো আর এমন দাগা সইতে হয় না, প্রাণ কেন দেয় সই? যদি প্রাণ দিয়ে প্রাণ পায় না, তবে দেয় কেন সই?

মাধুরী 'দেব না' মনে কর্‌লেই যদি প্রাণটা নিয়ে হাতের ভেতর পুরে রাখা যেত, তা হ'লে কি আর ইচ্ছে ক'রে কেউ বুকের ভেতর আগুন জ্বালতো। দিবানিশি দগ্ধে দগ্ধে মর্‌তো? না দিয়ে থাকা যায় না কে যেন টেনে নেয়, যদি না দিই, তা হ'লে এমন চাঁদ, এমন চাঁদের আলো, এমন পাখী, এমন পাখীর ডাক, এমন ফুল, এমন ফুলের বাস, সবই যেন শূন্যময় বোধ হয়, তাই দিতে হয় যদি প্রাণ দিয়ে প্রাণ না পাই, যদি

প্রাণভরা যতন দিয়ে অযতন পাই, তাহ'লেও কি সুখ নেই? যখন পায়ে দলতে থাকে, তারি ভেতর যেন কেমন একটু সুখ থাকে ভালবাসা পেলে যেমন সুখ হয়, তার চেয়েও যেন মধুর ; আগে প্রাণ বিলাও, তবে তার তার্ বুঝবে

২য় সখী দেখ দেখ সখি! ফুলটার একটু অপমান বোধ নেই। এমন ক'রে হতাদর ক'রে চলে গেল, তবু যেন নড়ে নড়ে সেধে ডাকছে! মান খুইয়ে এমন সাধবার কাঁদবার দরকার?

মাধুরী দরকার না থাকলে কি আর ডাকে? ওর মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি! অমন ক'রে নড়ে নড়ে কি বলছে জানিস?

২য় সখী। কিলো কি?

মাধুরী — গীত

বঁধু যেওনা ভুলে।
পরাণে পরাণ আছে মধু উথলে॥
ফুটিয়াছে ফুল, গোলাপ বকুল,
বঁধু তুমি মধুপান কর কুতুহলে।
গোলাপ বকুলে!!
যদি বঁধু ভুলে যাও, অশনি পরাণে দাও,
অধিনী জীবন আগে বধিয়ে ছলে।
তবে যেও তো ভুলে॥

১ম সখী ওলো তুই এত শিখলি কোথা? ঠেকেছিস্ নাকি?

মাধুরী কেন ? না ঠেকলে কি আর শেখা যায় না ?

১ম সখী। 'না বিইয়ে কানায়ের মা' কেমন ক'রে হওয়া যায় ভাই ? তুই কাউকে প্রাণ দিয়েছিস নাকি ?

মাধুরী ওর আর কি দিলেই হ'ল !

৩য় সখী দ্যাখ দ্যাখ, ওধারে কত বড় একটা গোলাপ ফুটে রয়েছে ! আমি সখীকে এনে দিই

২য় সখী আমি এনে দিই

১ম সখী আমি এনে দিই।

৩য় সখী। তোরা তো বড় কুঁদুলে। আমি আগে দেখেছি, আমি এনে দেব।

২য় সখী। তুই আগে নিতে পারলে তো ?

৩য় সখী তুই আগে নিতে পারলে তো ?

১ম সখী তুই আগে নিতে পারলে তো ?

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সখীর দ্রুত প্রস্থান।

মাধুরী। সই। কি বিরাগে কাতরা লো তুই ? সদাই অন্যমনা থাকিস, মনোলোভা শোভায় প্রাণ যায় না, আমোদে মন মাতে না, যেন বিষাদের ছায়াখানি হ'য়ে বেড়াস ?

ঊষা সই। প্রাণ কি চায়, জানি না। আগে কত খেলা খেলতুম, কত মালা গাঁথতুম, কত ফুল ছিঁড়তুম। আকাশে চাঁদ উঠলে, ধ'রতে সাধ হ'ত সাধ আর ফুরুত না ! কিন্তু এখন যেন কিছুই ভাল লাগে না, প্রাণ যেন কেমন কেমন হ'য়ে গেছে।

মাধুরী বুঝেছি সই, তোমার প্রাণের বিরাগ বুঝতে

পেয়েছি। যে সময়ের যা, তোমায় তো বল্লুম ; এখন প্রাণে প্রাণে মিশ না খেলে, এ সব ভাল লাগবে না. যেই দুটী প্রাণ এক হবে, আবার কত নতুন নতুন সাধ বাড়বে। যখন সময় হ'য়েছে, আর দেরি নেই, প্রাণের আধার আপনি এসে জুটবে.

ঊষা আহা। সখি—দেখ দেখ কেমন পাখী দুটীতে মুখোমুখী ক'রে বকুল গাছের ডালটীতে ব'সে আছে

মাধুরী তোমারও সাধ হচ্ছে নাকি? পুরবে ভাই পুরবে, ও সাধ শিগ্‌গিরই পুরবে

আসিয়া নাগর, হাসিয়া হাসিয়া,
মিলিবে তোমার পাশ
মুখপানে তা'র, চেয়ে চেয়ে চেয়ে,
পূরাইও মন আশ

চল গাছতলাটীতে চল, ভাল ক'রে দেখবে।

ঊষা না ভাই—যদি উড়ে যায়?

মাধুরী উড়ে যাবে কেন? আমরা তো আর তাড়া দেব না?

[মাধুরী ও ঊষার প্রস্থান

(ক্ষণপরে প্রদোষের প্রবেশ)

গীত

বন আমোদিনী বিহরে কাননে।
শত শশী হায়! লাজে প'ড়ে পায়,
মধুর মাধুরী খেলিছে আননে।

মলিনী সলিলে, বিকচ কমল,
নিরখি বালার, হৃদি শতদল,
নিতম্ব চুম্বিত, বেণী এলাইত,
নেহারি মোহিল, মানস জীবনে ॥

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল। এই যে এখানে এসে প্রেমের তান তুলে বন মাত ক'রে তুলেছ ? তুমি যে কখন কি ভাবে বিভোর থাক, কিছু তো বুঝে উঠতে পারিনি ভাই। এই খানিক আগে স্বভাবের শোভার বর্ণনাচ্ছটায় দেক্ হ'য়ে উঠেছিলেম, আর এরি মধ্যে ডউল বদলে দিয়েছ ? একপাল ছুঁড়ী দেখে মন খাবাপ ক'রে বসে আছ বুঝি ? তাই প্রাণের খেয়ালে বিরহ টপ্পা ধরেছ ?

প্রদোষ ভাই বিমল! তারাদল মাঝে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, ঐ অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণী কে, তুমি জান ?

বিমল কতক কতক জানি বৈকি। কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝলুম, উনি এই দেশের রাজার মেয়ে বিকেলবেলা রোজই এখানে ফুল তুলতে আসেন।

প্রদোষ। এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী তো কখন দেখিনি! যেন বিধাতা জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য হরণ ক'রে, একাধারে স্থাপিত করেছেন

বিমল তোমার মন ভিজলো না কি ? আঃ মন তো একটা . কখন ফুলে দিচ্ছ, কখন ফলে দিচ্ছ, কখন আপনা আপনি দিচ্ছ, এইবার থেকে মেয়েমানুষকে দিতে আরম্ভ কল্লে নাকি ?

প্রদোষ — বিমল রূপের ছটা, জ্যোছনা জিনিয়া ঘটা,
মুখশশী হেরি যার, সলাজে বদন
নীলাম্বরে পূর্ণশশী করে আচ্ছাদন।
মানস মোহন!
সুন্দর নয়ন যার, হেরিয়া মানসতার,
মৃদুল নিক্কণে বাজে হ'য়ে আত্মহারা!
প্রশান্ত অন্তর হয় পাগলের পারা,
বহে প্রেমধারা.
হেরিয়া যাহার বেণী, লুকায় বিষাদে ফণী,
বিম্বাধর নিরখিয়া অনুরাগে মরি
লতাচ্যুত হয় বিম্ব আপনা পাশরি!
অপূর্ব্ব সুন্দরী!
কত সুখ পাই মনে, মৃদু হাসি দরশনে,
বাহু যুগ হেরি যার, হেন মনে হয়,
মৃণাল কমল ত্যজি, ল'য়েছে আশ্রয়!
সত্য কি তা নয়?
সুকোমল বক্ষ'পরি, জগৎসৌন্দর্য্য হরি,
বিরাজিছে কুচগিরি, গরবের ভরে!
হেঁটা দেখি গিরিধারী, হ'তে চায় নরে।
প্রাণ তুচ্ছ করে!

বিমল রক্ষা কর ভাই! আর বক্তৃতার স্রোতে গা ভাসান্ দিওনা। গানটান বরং ছিল ভাল; টপ্পাটুপ্পি লাগে মন্দ নয়! বক্তৃতা ভাই বড়ই বেয়াড়া ঠেকে। যা হ'ক, হরিৎ মারুতে

এসে, নিজে মারা গেলে? বলি যাও কোথা? আর একবার দূরে থেকে দেখবে নাকি? তা চল, লোকে দরশনে পরশনে মুক্তি লাভ করে, তুমি নয় দরশনের দিকটা ভারি ক'রে পরশনের পাষাণটা ভেঙ্গে নাও (স্বগতঃ) সুন্দরি বটে; রূপের জ্যোতিতে চোখ ঝলসে যায়। প্রদোষ! ও বস্তু তোমার নয়, যদি হয়, তবে আমারই অঙ্কলক্ষ্মী হবে।

[প্রদোষ ও বিমলের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া মাধুরী প্রভৃতি সখিগণের সহিত ঊষার পুনঃ প্রবেশ)

ঊষা — হেসে হেসে এসে চেয়ে মুখপানে
বেঁধে গেল সে যে প্রেমডুরী প্রাণে।
ভুলালে ললনা করি কত ছলা
হায় লো মজিনু সরলা অবলা।
কে জানিত সখি! বিনা প্রতিদান
বিলাইতে চায় এ পোড়া পরাণ
কি জানি কেমন ভাবেতে বিভোর
দুরু দুরু কাঁপে প্রাণটুকু মোর
মন দিয়ে যদি না পাই সে মন
সহা তো যাবেনা সে মন বেদন।
মরমে মরমে জ্বলিবে অনল
নীরবে ঝরিবে শোক-অশ্রুজল
মুছাতে সে ধারা কেহ না আসিবে
হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে রহিবে

গীত

সেধে পর হ'তে চায়, পাগলিনী প্রাণ।
কে জানে কেন সে হৃদি করেরে শ্মশান
পলকে আপন হারা, চির সাথি আঁখি ধারা,
হতাশ হুতাশে সারা, বিনা প্রতিদান।
পেলে তাঁর অযতন, চায় লো নিলাজ মন,
খুলে দিতে মর্ম্ম বাঁধা বুকে চেপে সে বয়ান।

সখিগণ　　　　　　　গীত

প্রেমভরা প্রাণ তোর, ওলো প্রেম-পাগলিনী।
মনের মতন রতন এসে, ধরা দে'ছে হেসে হেসে,
রেখ' সোহাগ ভরে, সে নাগরে,
প্রাণে বেঁধে সোহাগিনী।
আবেশে বিভোর হ'য়ে, প্রাণের নিধি বুকে নিয়ে,
ফুলের বুকে প্রাণ মিশিয়ে, হ'য়ে থেক' গরবিনী।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুসুম-কুঞ্জ।

(মদন ও রতি)

রতি — গীত

বেঁধেছে বাঁধা প'ড়েছে।
প্রাণে প্রাণে প্রাণে মজেছে ॥
যুগলে যুগল করি দরশন,
চোখে চোখে চেয়ে হেসেছে।
প্রাণে প্রাণে প্রাণে মজেছে।
সাধের সাগরে সাধ ঢেলে দিয়ে,
প্রেমের উজান বয়েছে।
প্রাণে প্রাণে প্রাণে মজেছে।

মদন।— প্রণয় পাদপে প্রিয়ে ধ'রেছে মুকুল
আপনার ভাবে ঢলি, আপনি ফুটিবে কলি,
সৌরভে গরব ভরে, হইবে আকুল
সলাজে মুদিতা হবে, যত ফুলকুল
সুলোচনা সখিগণ, সুতান ধরিয়া
আসিছে প্রমোদ ভরে, প্রাণ বিমোহিত স্বরে ;
এমনি মধুর স্বরে বল, প্রাণপ্রিয়া
মোহিতে যুগল হৃদি সুধা ধারা দিয়া

(অপ্সরাগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

বনে বনে মোরা পাখীর স্বরে গাই।
কভু মুচ্‌কি হাসি ফুলের হাসি খাই॥
হাসিটী চুরি করি, ফুল-বাণে অম্‌নি মরি,
শেষে পরে বুঝ্‌তে পারি কি কর্‌লুম্ ছাই।
(তাই জ্বালায় কুহুর স্বরে গাই)॥

াতি

শুনলো সঙ্গিনী বিপিন রঙ্গিনী
যা'লো তোরা ত্বরা প্রেমভরা চিতে
প্রেমিক প্রেমিকা আছে গো যথায়,
গাস্ প্রেম গীতি যুগলে মোহিতে।
প্রণয়ের কত নিরাশ ছলনে,
ব্যথিত হইবে দুইজনে প্রাণে
আশা না ত্যজিবে সাধ জেগে রবে,
তো সবার সেই মধুভরা তানে

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাননের অপর পার্শ্ব।

(প্রদোষ ও বিমলের প্রবেশ)

প্রদোষ — গীত

প্রাণ করে যে কেমন।
কেন দেখা হ'ল, সে যে চলে গেল,
হাসি হাসি মুখে দিয়ে দরশন।
কোকিল কোকিলা প্রাণ ভোলা তানে,
ঢালেনা তে আর সুধা ধারা প্রাণে,
সুরভি বিকাশি, কুসুম সুহাসি,
অলি সনে খেলা না দেখি এখন।
প্রকৃতির রীতি কেন রে এমন॥

বিমল আঃ টপ্পায় অরুচি ধরালে দেখছি! একঘেয়ে রকম কি সব সময়ে ভাল লাগে? হাঁ—বিরহ টপ্পা হ'ল, দুটো সখীসংবাদ লাগাও, সখীসংবাদ হ'ল, শেষ না হয় দুটো খেউড়ও চলে! কিন্তু ভাই তোমার এ টানা বিরহের পাল্লায় তো মন ভেজে না! সে যাই হ'ক, এখন বাড়ী ফেরা যাক্ চল, সন্ধ্যা যে হয়।

প্রদোষ বিমল. প্রাণ আর ফিরতে চায় না, মন আর বাঁধতে পারি না. কি জানি, কিসের প্রবল তরঙ্গে প্রাণ উদ্বেলিত।

বিমল প্রেমের তরঙ্গে, আর কিসের তরঙ্গে ? রঙ্গে ভঙ্গে সাঁতার দিচ্ছ এখন থই পেলে বুঝি বেশ তে প্রাণ দিচ্ছ ! আপাততঃ প্রাণের চাপ প্রাণে ধরে, ঘরে ফিরে চল . বনে রাত কাটাবার মতলব করেছ নাকি ? যাই কর ভাই, সে তো আর তোমার কাছে ছুটে এসে বলবে না, প্রাণেশ্বর . আমি আর থাক্‌তে পাল্লুম না, তোমার কাছে উধাও হ'য়ে এলুম সে রাজার মেয়ে, তাতে অমন সুন্দরী, তোমার মত কত রাজকুমার পায়ে লুটোপুটী খায়। সে তো আর প্রাণ দেবার লোক পায়নি, তাই একবার তোমার চারু চন্দ্রানন দেখে, তোমায় প্রাণ মন সমর্পণ ক'রে, প্রেমের বন্ধন পরবে ?

প্রদোষ বিমল আশা পায়, বুঝি সে আমারই হবে ; এ আঁধার হৃদয় পুরী বুঝি সে উজ্জ্বল কৌস্তুভ হ'তেই আলো হবে

বিমল ঐ রকমই হ'যে থাকে, তবে আর পিরীতের মজা কি ? প্রাণে যখন টান পড়েছে, তখন তো বোধ হবেই যে, 'সে আমারই হবে ' তা এখন চল—ভেবনা তোমারই হবে অমন চেহারার চেক্‌নাই, চোখোচোখী হয়েছে, আর কি ছাড়ান্ যায় ? তোমায় নিরাশ দেখে আশ্বাস দিচ্ছি, মনে ক'র না, তোমারই হবে (স্বগতঃ) যতই হাঁক্‌পাক্ কর, মুখের গ্রাস কাড়বোই, চাঁদ।

[বিমলের প্রস্থান।

প্রদোষ — গীত

আঁধার হৃদয়-পুরী রবে কি আঁধার !
মরমে জড়িত রবে মরমেরি ভার ?

ব্যথা ভরা প্রাণ লয়ে, রব কি যাতনা সয়ে ;
সুখ-শশী হৃদাকাশে হাসিবে না আর ?
এ তাপিত বুকে তারে, ধরিতে কি পাবনারে,
প্রাণের প্রতিমাখানি, প্রেমের আধার।

(শূন্যে কুসুমস্তম্ভ ধরিয়া অপ্সরাগণের প্রবেশ)

গীত।

প্রাণে প্রাণে পড়ে ধরা, প্রাণের সোহাগ পেলে পরে
সাধের সাধ থরে থরে উথ্‌লে ওঠে প্রমোদ ভরে।
চকোরী উধাও প্রাণে, চেয়ে থাকে চাঁদের পানে,
প্রাণটী দিয়ে সযতনে, প্রেমের সুধা নেবার তরে।
তাইত চাঁদে এমন ধারা, ঢেলে দেয় প্রেমের ধারা,
হ'য়ে যায় পাগল পারা, ফোটে হাসি তার অধরে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—প্রমোদ উদ্যান।

(ঊষা)

গীত

মনের বেদন কারে কই।
যে জন জানে মনের বেদন,
কিসে বল তাঁরির হই
সুধাংশু প্রয়াসে আশা, মিছে হবে ভাল-বাসা,
হয়ত আশা আশাই রবে, কলঙ্কেতে ডুবে রই।
সোহাগে লাঞ্ছনা ধরি, গঞ্জনা না পরিহরি,
কুসুম তুলিব করে, কাঁটা ফোটা তাও সই॥

(মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী এই যে এখানে ঊষা আমি তোমায় কত খুঁজেছি। এখানে একলাটী বসে ভাবছ? আমি তোমায় বলেছিলেম, প্রাণ দিলে অনেক জ্বালা সইতে হবে এই তো সুরু, এখনও অনেক বাকী

ঊষা মাধুরি! আগে মনে করতেম, ইচ্ছে করলেই নিজের প্রাণ নিজের কাছে রাখা যায় কিন্তু এখন বুঝছি, তোর কথাই ঠিক কে যেন টেনে নেয়। প্রাণ আপনা আপনি পরের হবার জন্যে লালায়িত হয়, সে যখন হেসে হেসে মুখের

পানে চাইলে, আমি অমনি কেমন্ হ'য়ে গেলুম্! মন তথনই ত'র হব'র জন্যে ছুটে গেল

মাধুরী মন দিয়ে তো ফাঁকি পড়নি ভাই। তাবও মন নিয়ে তবে এসেছ! সেও প্রাণ দিয়ে পাগল হয়েছে তোমাব জন্যে বোজ এসে আশাপথ চেয়ে ব'সে থাকে; দেখলে তো, সে দিন দেখা হ'তে পাশে বসিয়ে কত আদর করলেন, কত কথা কইলেন যে দিন রাজকার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকেন, আসতে পাবেন না, সে দিন নিশ্চিন্দি হ'তে পারেন না, তাঁব সথাকে পাঠিয়ে খবর নেন

ঊষা। মাধুরি বলতে কি, সেই আদরই আমার সর্ব্বনাশ কবেছে। যদি তিনি অত ভাল না বাসতেন, হৃদয়েব অনুরাগ অত প্রকাশ না কবতেন, যদি প্রাণ দিযে প্রাণ না পেতেম, তা হ'লে ভোলবাব চেষ্টা কবতুম, হয় তো ভুলতেও পারতেম। কিন্তু তাঁর সেই প্রাণভরা সোহাগ, প্রাণ ঢালা ভালবাসা, আমায় চিরজীবনের তরে দাসী করেছে এ জীবনে আব সে দাসীত্ব ঘুচবে না মাধুরি! বড় সাধ ছিল, সে দিনের সেই পাখী দুটীর মতন মুখোমুখী ক'রে থাক্‌বো, চেয়ে চেয়ে হেসে হেসে বুকেব মাঝে মাথাটী বেথে, প্রাণপুবে প্রাণেব কথা কইবো! হায়! বুঝি বিধি, সব সুখের আশায় ছাই দিলে

মাধুরী তা আর ভেবে কি করবে ভাই? তোমার বাবা যা ধরেছেন তা কববেনই যার সঙ্গে ভবিতব্য আছে, তার সঙ্গে হবেই

ঊষা। মাধুবি। কি হবে ভাই, কি হবে? ভেবে ভেবে তো আমাব বুক শুকিযে গেল প্রাণ একটা বই তো আর দু'টা

নয়, এ প্রাণ যে আমি আগে থেকে একজনকে দিয়েছি; আর তা ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। আর প্রাণ আমি কোথা পাব ভাই, যে আর একজনকে দেব? আমি যাই, বাবার পায়ে ধরে সব কথা খুলে বলি গে, 'আমি আর আমার নই' শুন্‌লে হয়ত তিনি কথা রাখবেন

মাধুবী ওমা তাও কি হয়? তা কি তিনি ক'রতে পাবেন? তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন ব'লে, তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন; এই পুর্ণিমেতে বিয়ের দিন ঠিক হ'য়েছে। এখন কি তিনি অন্যত কবতে পারেন? তা হ'লে যে সেই রাজকুমারকে অবজ্ঞা দেখান হয়

ঊষা তবে কি হবে? তা হ'লে যে আমি ধর্ম্মে পতিত হব, আমার যে সব যাবে জগদীশ্বর. কি করলে? কি করলে? (রোদন)

মাধুবী ঊষা। এখন কি কাঁদ্‌বার সময়? এখন এমন করলে, সব দিকে বিপদ হবে। যাতে সব দিক রক্ষা হয়, তার উপায় ঠিক কর

ঊষা আমি কি উপায় করবো? উপায়ত কিছু ভেবে পাইনে

মাধুবী আমি এখন একবার তাঁর কাছে যাই; তাঁকে এই সব কথা বল্‌গে তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে, যা হয় ক'রো

ঊষা সেই ভাল, তবে তুই যা।—মাধুরি! একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, ঠিক করে বলবি

মাধুবী। তোমার কাছে কোন্ কথাটা মিথ্যে বলেছি ভাই?

ঊষা। তুই যখন তখন তাঁর সখার কথা ক'স্; তাঁর সখার

কথা কইলে, তাঁর প্রশংসা করলে, তুই যেন কত আমোদ পাস্, তোর মুখে আহ্লাদের জ্যোতি ফুটে বেরোয় তুই তাকে ভালবেসেছিস্, না ? চুপ ক'রে রইলি যে, আমায় কাছে মিথ্যে কথা বলিস্‌নি ।

মাধুরী হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা, কথা কইলেই বুঝি ভালবাসা হয়, আমি এখন যাই, তোমার কাজ সেরে আসি গে

[মাধুরীর প্রস্থান

ঊষা মাধুরীও স্বইচ্ছেয় বুকের ভিতর আগুণ জেলেছে ! সাধ ক'রে হলাহল পান করেছে, কে জানে ওর অদৃষ্টে হলাহল কি সুধা ! কি হবে ? কেমন ক'রে লজ্জা রক্ষা করবো ? প্রাণের ভেতর সদাই হু হু কচ্চে আর ভাবতে পারিনি, কপালে যা আছে হবে (পুষ্পবেদিকায় শয়ন)

(শূন্যে গীত)

প্রেমের সাগরে সাধের তরি ব'য়ে যায় !
কে পারে যাবি আয় !
ফুলের সুবাস চুরি ক'রে, বইছে মৃদুল বায় ॥

ঊষা এমন মধুর গলা তো কখনও শুনিনি । কারা গাইছে ? আহা ! গান শুনে নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হচ্চে ! মরি মরি প্রাণপূরে গেল

(পুনরায় শূন্যে গীত)

প্রেমের সাগরে সাধের তরি ব'য়ে যায় !
(ইত্যাদি)

(শুনিতে শুনিতে উষা নিদ্রিতা হওন)

(শূন্য হইতে অপ্সরাগণের অবতরণ)

১ম অ দেখলো দেখলো সই, রয়েছে মুদিতা ওই,
হেম কমলিনী।
বুকে ধরি নিরাশারে, আপন হৃদয় ভারে,
মরি বিমলিনী
চল সখী সবে গিয়ে, প্রাণের আশিষ দিয়ে,
সন্তাপিত মনে!
ছুটাই আনন্দরাশী, দেখিব মোহিনী হাসি,
মোহিনী আননে

২য় অ, —জেনে শুনে কেন হায়! সুধা ব'লে খেতে যায়,
গরল প্রণয়ে.
না শুকায় অশ্রুধারা, হইয়ে আপন হারা,
থাকে ব্যথা স'য়ে

৩য় অ পিরীতির রীতি এই, জাননা কি প্রাণ সই,
প্রাণ দিয়ে হায়!
যেন কত অপরাধী, সেধে কেঁদে নিরবধি,
জনম ফুরায়

(সকলের উষার নিকটে গমন)

১ম অ নিরাশ হ'ওনা ধনি, পাবে হৃদে গুণমণি,
যাহার লাগিয়া!
র'য়েছ বিষাদে ভোর, ঝরিছে নয়ন লোর,
অশান্ত ও হিয়া

২য় অ আগে জানিতে না বালা, প্রণয়ের কত জ্বালা,
শিখাইব মোরা।
তার পরে প্রাণধনে, সঁপি দিব যতনে,
থেকলো বিভোরা।

৩য় অ পিরীতি কাননে হায়। যে ফুল তুলিতে যায়,
কাঁটাফোটে তার।
যাতনার স্রোত বহে, মরমে জড়িত রহে,
মরমের ভার

(অপ্সরাগণের গীত)

প্রেম সাগরে সাধের তরি বয়ে যায়।
কে পারে যাবি আয়।
ফুলের সুবাস চুরি ক'রে বইচে মৃদুল বায়।
তরঙ্গ রঙ্গ ক'রে,
চলেছে প্রমোদ ভরে,
টানে প্রাণ দিলে ছেড়ে, প্রাণে প্রাণ মিলায়॥

[অপ্সরাগণের শূন্যে-প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কানন।

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল (ক্ষণকাল পরিক্রমণের পর) মাধুরী ছুঁড়ি এখনও আসছে না যে, রোজই তো এমন সময়ে আসে ও ছুঁড়ি তো আপনা আপনি হাত হ'য়েছে। হবে না কেন? আমার কি চেহারার চটক নেই? আমি কি মেয়েমানুষের মন ভোলাতে জানি না? কিন্তু তাতে তো আমার মনের তৃপ্তি হয়নি প্রাণ যাকে চায়, তাকে কেন পায় না? জগদীশ্বরের একি বিচিত্র লীলা যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না আমি ঊষাকে চাই, কিন্তু ঊষা আমাকে চায় না; মাধুরী আমায় চায়, কিন্তু আমি মাধুরীকে চাই না ঊষা ঊষা! ও ছুঁড়ি আমায় পাগল ক'রেছে যে অবধি সেই মুখখানি দেখেছি, সেই দিন হ'তে আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়েছে বুকের ভিতর দিবানিশি পাঁজার আগুন জ্বলছে নারীর প্রণয় রূপলালসা! তুমি সৎকে অসৎ করতে পার, নিস্তব্ধ হৃদয়ে কোলাহলের তরঙ্গ তুলে, প্রাণকে আকুলি ব্যাকুলি করতে পার, সুখের নিলয় শ্মশানে পরিণত করতে পার, বন্ধু বিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, গৃহবিবাদ, হত্যা, অপহরণ তোমার দ্বারাই সাধিত হয়, জগতে তোমার ন্যায় বিষময় পদার্থ আর কি আছে? প্রদোষ আমায় কত ভালবাসে, তার গভীর বিশ্বাসের কখন কোনও ব্যতিক্রম দেখিনি কিন্তু আমি তার প্রতি কি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করতে উদ্যত হয়েছি? (ক্ষণেক চিন্তার পর) ঊষা! ঊষা!

তোকে কি পাবনা ? এ তাপিত বুকে তোকে কি ধ'রতে পারবো না, তবে বৃথা জন্ম প্রদোষ ঊষাতে তো জোট খায়, যে রকম পিরীত মজেছে, আর বড় দেরী নেই! এই সময়ে কোন রকম একটা বাগড়া না লাগাতে পাল্লে তে সব ফোসকে যাবে তাইত কি রকম করি ? মাধুরী ছুঁড়ি তো বশ হয়েছে, তাকে পায়ে ধরে জোটাজোট ক'রে দেবার কথাটা বলি হয়ত হলেও হতে পারে ও বাবা, তা হ'লে হয়ত হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে ছুঁড়ি জানে, আমি তারে বই আর জানি না, গায়ের জ্বালায় সব কথা বলে দেবে! প্রদোষ জান্তে পার্ব্বে, তা হ'লেই আমার সব দিক যাবে ঐ ছুঁড়ি আসছে, আমি এই গাছের আড়ালটায় দাঁড়াই

(বৃক্ষান্তরালে অবস্থান)

(মাধুরীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

এ কেমন হ'ল আমার ?
কইনি কথা, প্রাণের ব্যথা,
প্রাণে প্রাণে বাঁচা ভার ॥
নিশা শেষে রবি ফোটে,
রবি ধ্যেনে কমল লোটে,
হাওয়া ধরে হৃদয় ছোটে,
বুঝ্লেম নাক হাওয়ার হার ॥

বিমল। (প্রবিষ্ট হইয়া) মাধুরী! মাধুরী!

মাধুরী — গীত

চিত বিচঞ্চল বাঁধিব প্রাণ।
কহিব না কথা জগত শ্মশান
কাঁদিব চিতে, রব সচকিতে,
জনমে না হেরব অলস বয়ান।
ফুটিবে কলি, তাড়াব অলি,
কুসুমে না পারিবে চুম্বন দান।

বিমল ছুঁড়ি আমার সঙ্গে কায়দা খেলছে। আচ্ছা বাবা খেল, আমিও খেলতে জানি

(একটী গোলাপ ফুল তুলিয়া মাধুরীর কবরীতে দিয়া)

এখনও গবরের উপর গা ঢেলে থাকবে নাকি ?

মাধুরী তুমি এ গাছ থেকে ফুল তুলে কেন ? আমি তুলবো ব'লে রেখেছিলেম তুমি কেন তুল্লে ?

বিমল আমার ইচ্ছে

মাধুরী ইঃ, তোমার যে বড় জোর দেখতে পাই। জান আমরা ফুলবালা, এ সব ফুলে আমাদের অধিকার। তুমি না বলে তুলেছ, তো ম'র সাজা পেতে হবে

বিমল আর নতুন সাজাটা কি দেবে ? দেখা দিয়েই মেরে রেখেছ।

মাধুরী যাক্, তোমায় যা বলতে এসেছি শোন, এ দিকে তো সর্ব্বনাশ উপস্থিত

বিমল। কি।—কি। কি সর্ব্বনাশ ?

মাধুরী আমাদের মহারাজ এই পূর্ণিমাতে কোন রাজ পুত্রের সঙ্গে উষার বে দেবেন ব'লে, তাঁকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন মহাসমারোহ সবই ঠিক হয়েছে উষা তো কেঁদে কেটে আকুল, তুমি গিয়ে কুমারকে এই সব কথা বল আর একবার দেখা করতে বল

বিমল (স্বগতঃ) হুঁ বাগ ডা আপনা আপনি লেগেছে, কার্য্যসিদ্ধির উপায় অনেকটা এগিয়ে এসেছে (প্রকাশ্যে) বটে! এমন তর সর্ব্বনাশ উপস্থিত? তা এখন বিপদ হ'তে পরিত্রাণের কি উপায় ঠাউরেছ?

মাধুরী আমরা তো কোনও উপায়ই ঠিক করতে পারিনি, তাই তাঁকে দেখা করতে বলতে এসেছি

বিমল তবে আর আমি দেরী করবো না, এ সব কথা কুমারকে বলে দেখা করতে বলিগে

মাধুরী এখনই যাবে, তবে যাও।

[উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ

বিমল মাধুরী শোন, একটা কথা বলি

মাধুরী কি কথা?

বিমল তুমি আমায় ভালবাস? চুপ করে রইলে যে, বল! আমি তোমায় বড় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস?

মাধুরী ভালবাসি।

বিমল ভালবাস?

মাধুরী। ভালবাসি

বিমল। কেমন ক'রে জানবো, তুমি ভালবাস কি না?

ভালবেসে আত্মত্যাগ করতে পার, তবে বুঝি তোমার ভালবাসা ভালবেসে আত্মবিসর্জ্জন করতে পার?

মাধুরী　পারি।

বিমল　পার?

মাধুরী　পারি

বিমল　আজ নয়, একদিন তোমায় বলবো, দেখবো কেমন তুমি ভালবাস, কেমন তুমি আত্মত্যাগ করতে পার; তবে এখন আমি চল্লুম

[বিমলের প্রস্থান

মাধুরী　তোমার জন্যে আত্মত্যাগ করতে পারিনি, এ কথা শুনলে যে আমার কান্না পায়　তুমি পুরুষ মেয়েমানুষের মন জান না　মেয়েমানুষের প্রাণ কি দিয়ে গড়া, তুমি তো বুঝবে না　জানি না, তুমি কেমন ক'রে আমায় এমন করেছ যদি দিন পাই, প্রাণ চিরে দেখাব তোমায় কত ভালবাসি

[মাধুরীর প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

বনপ্রান্ত।

মদন, রতী ও অপ্সরাগণ

অপ্সরাগণের নৃত্যগীত

দুটী প্রাণ এক হ'যে মিশিয়ে গেছে প্রাণে প্রাণে।
সরু সুতোয বাঁধা বাঁধি হয়েছে প্রাণ একই টানে
প্রাণের সোহাগ দিয়ে সেধে,
নিয়ে প্রাণ সাধে বেঁধে,
আদর ভরে প্রেম সাগরে, ভাসিয়ে ভাসে উজানে।

রতি প্রাণনাথ,
কিসের তরঙ্গে প্রাণ দাও ভাসাইয়া,
কি ভাবে ফিরাও হিয়া,
আমি নারী বুঝিতে না পারি
প্রদোষের করে
উষা রূপসীরে করিবারে সমর্পণ,
করেছ মনন,
প্রাণধন,
পুনঃ একি তব লীলা
জানে নাক ছলা
সরলা অবলা মাধুরী মাধুরীময়ি!
নিরাশ প্রণয়স্রোতে,

কেন তারে ভাসাইতে চাও ?
কেন দাও হে দাগা তাহার হৃদে
আহা কেঁদে কেঁদে যাবে দিন তার।
তোমারি ছলনে,
সরল পরাণে না জেনে না শুনে
সঁপিয়াছে শঠে প্রাণ ;
প্রতিদান পাবে না কি প্রাণেশ্বর ?
বিষম বিরহ জ্বালা,
কেমনে সহিবে বালা কোমল হৃদয়ে ?

মদন। প্রিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে ঘটনার স্রোত,
কে রোধিবে বল ?
নিয়তির ফল,
কোন মতে না হবে খণ্ডন।
ভাবিয়ে আপন,
যাহারে দিয়াছে মন সরলা মাধুরী,
প্রাণেশ্বরি .
সরল তো নহে সেই জন,
কুটিলতা ভরা তার প্রাণ।
(প্রেম বিনিময়ে,)
পাবেনাকো তার প্রতিদান।)
যার প্রাণে যার প্রাণ বাঁধা,
কোনও বাধা না মানিয়া,
মিলিবে সে তার সনে
চন্দ্রাননে বৃথা আকিঞ্চন।

রতি বিরহ বেদন জানি আমি প্রাণেশ্বর,
তাই মোর কাঁদিছে অন্তর
নারীর প্রাণের ব্যথা,
তাহার হৃদয় গাথা,
পুরুষে তো বুঝিতে না পারে
তপে মগ্ন মহেশ্বরে,
ইন্দ্রের আদেশে,
যোগ ভঙ্গ আশে,
যবে গিয়েছিলে নাথ
ফুল ধনু ফুলশর করে ?
কাতর অন্তরে, ধরি করে
মিনতি করিনু কত,
সে ভীষণ কাজে দিতে ক্ষমা
মানা না মানিলে,
আকিঞ্চন না রাখিলে,
পরে ভস্ম হলে
শিব রোষানলে
ফিরে গেলে শোক-শেল হৃদে
স্মরিলে সে বিষাদ কাহিনি,
নাহি জানি,
এখনও হে কেন কাঁপে প্রাণ ?
বিরহে কাতরা,
হইয়ে আপন হারা,
একাকিনী কপোতীর মত,

শূন্য হৃদে ভ্রমিতাম কেঁদে কেঁদে।
প্রাণ বেঁধে রাখা নাহি যেত ;
সদা মনে হ'ত,
এইবার ফাটিবে পরাণ
জানি নাথ　সে জ্বালা কেমন
জেনে শুনে সে বেদন,
অবলা হৃদয়ে কেমনে হানিতে দিব
মদন　কি করিব ?
অদৃষ্ট প্রবাহে ভাসে নর তৃণ সম
যেদিকে তরঙ্গ ধায়,
মত্তমুগ্ধ প্রাণ, সেইদিকে যায়,
কভু শান্ত কভু বা প্রবল
যবে শান্তি ছায়া বক্ষে ধরি—ধীরি ধীরি বয়,
কি যে শোভা হয়
কথায় না কহা যায় ?
কিন্তু যবে ঝঞ্ঝাবাত সনে মিলি
ভীম রব তুলি,
করে প্রাণে আকুলি ব্যাকুলি ?
পূর্ব্বকার শান্ত ছবি—
প্রাণ হতে মুছে যায় একেবারে।
কেহ হৃদয়ের ভাবে,
মরুভূমে মরীচিকা সম,
জুড়াইতে জ্বালা,
সে তরঙ্গে দেয় সন্তরণ　.

ভাগ্য ফেবে কেহ বা মগন—
কারও জ্বালা যায় জুড়াইয়া
তাই কহি প্রাণপ্রিয়ে,
অদৃষ্ট লিখন না হবে বারণ
প্রদোষের সনে,
ঊষা সম্মিলনে,
এখনও ঘটিবে হে অনেক ঘটন ?
স্থিবচিত্তে হের প্রেম খেলা

রতি আহা .
শুকাবে মাধুরীময়ী মাধুরী প্রসূন !

মদন প্রণয়ের রীতি,
এখন কি শিখ নাই সতী ?
কত জ্বালা, কত ব্যথা প্রেমে,
কত মর্ম্ম কাতরতা, কত দীর্ঘশ্বাস
সকলই কি গেছ ভুলে ?

(অপ্সরাগণের নৃত্যগীত)

দুখ সুখ প্রেমের উজান যাতনা তার সমুদয
যে সইতে পারে, সই সে পাবে,
ভালবাসা তারির হয়
পরের তরে সেধে সেধে,
যাবে দিন কেঁদে কেঁদে,
প্রাণের জ্বালা প্রাণে রবে, সে জ্বালাত যাবারি নয় ।

[সকলের প্রস্থান"

চতুর্থ দৃশ্য।

উপবন।

উষা ও মাধুবী

উষা — গীত

যাতনা অনলে সই। প্রাণ যে শুকায়।
যতনের সাধ বুঝি মনেতে মিলায়॥
বাসনা তরঙ্গে হায়!
এ পরাণ ভেসে যায়,
কোথা হতে আশাটুকু ফিরে ফিরে চায়।
কি জানি কিসের ভরে, কেন সে লুকায়।

মাধুবী কেনলো এত ভাবনা কেন? যাতনা অনলেই বা প্রাণ শুকাবে কেন, যতনের সাধই বা মনেতে মিলাবে কেন? আশাটুকু ফিবে ফিবে চেয়ে আবাব লুকাবে কেন? টাটকা প্রাণ টাটকাই থাকবে ভাই? বাসী হবে না, বেশ জেন

উষা কৈ ভাই৷ তিনি এখনও আসছেন না কেন?

মাধুবী আঃ তোমাব যেন সবই কেমন কেমন। খবব পেয়েছেন, এখনই আসবেন, তাঁবত' আব ডানা নেই, যে তোমাব জন্যে সোঁ ক'বে উড়ে আসবেন

উষা মাধুবি আমাব প্রাণে কিসেব তবঙ্গ চলছে, কেমন ক'বে দেখাব? কখনও মনে হয়, আপনা আপনি মিলিয়ে যাই, কখনও মনে হয়, বাতাস ধবে উড়ে যাই, কখনও

মনে হয়—ঐ নদীর জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে, কত দূর—কত দূর চলে যাই

মাধুরী আহা বিরহিনী বিরহব প ে গ চে ভাঙ্গ . সঙ্কেত কিছু নেই, কাণের ঝুনঝুটো পেলা নেবে ?

ঊষা মাধুরি! আমার অন্তরের উদ্বেগ, এ হৃদয়ের মর্ম্ম কাতরতা, প্রাণ পোড়ান তাপ, তুই কি বুঝবি বল? পরের ব্যথা পরে কি বোঝে?

মাধুরী ঊষা তোকে সব কথা ভাল ক'রে খুলে বলিনি, আজ বলি শোন্ আমি মুখে যাই বলি, প্রাণে প্রাণে বুঝেছি, প্রাণ দিয়ে কত জ্বালা পোয়াতে হয় প্রাণ চায়, দিবানিশি তাকে চোখে চোখে রাখি, একদণ্ড তাকে চোখের আড় করি না, কিন্তু সে সাধ ত পোরে না, তাই প্রাণ জ্বলে ওঠে, অন্তরের তাপ আপনি ফোটে; আবার কখন তার বুকে মাথা রেখে, মনের কথা বলতে ইচ্ছে করে মনের আশ মনেই থাকেনা, তবেই প্রাণ কাঁদে, বিষাদে ভোরে যায়. আমি প্রাণ পেয়েছি বটে, কিন্তু যখন ঐ সব বাসনা জেগে ওঠে, না পূরলেই বুকের ভেতর হু হু করতে থাকে তাইত আপনি মিলাতে ইচ্ছে হয়, বাতাস ধরে উড়তে সাধ হয়, জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেতে বাসনা হয়

ঊষা তুই আমার কাছে কথা ঢেকেছিলি বটে, কিন্তু আমি তোর চোখ দেখেই তোর ভালবাসার কথা টের পেয়েছিলেম মেয়ে মানুষের কথা মেয়ে মানুষে বেঁধাতে পারে, তুই ঢাকলে কি হবে বল?

মাধুরী বুঝতে পার বলেইত বলিনি

উষা   সেজন্যেইত জেনে শুনে হলাহল খেয়েছি দেখি ভাগ্যে সুধা ফলে, কি হলাহলে প্রাণ জর জর হয়

(সখীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

ধীরে বয়, মধুর মলয়,
সারা নিশা আমোদ করি'।
সাধ যায়, তারার মালায়,
গগন ছিঁড়ে গলায় পরি ॥
ধরি চাঁদ নীলাকাশে,
রাখি তারে হৃদাকাশে,
চাঁদের হাসি অমনি হেসে,
প্রাণ পেতে প্রাণ চকোর ধরি।

১ম সখী   রাজকুমারি কেমন চমৎকার মালা গেঁথেছি দেখ।

২য় সখী   আমার মালার গাঁথনি ওর চেয়ে কত সুন্দর দেখ।

৩য় সখী   আমি সকলের চেয়ে ভাল গেঁথেছি কি না দেখত ভাই।

১ম সখী   রাজকুমারি তুমি আমার মালাটি নাও।

২য় সখী।   না রাজকুমারি। তুমি এই মালাটা নাও।

৩য় সখী   বা লো বা, তোরা রাজকুমারীর বড় আদরের, নয়? আমি কি কেউ নয় নাকি? রাজকুমারি, তুমি এই মালাটা নাও।

মাধুরী আঃ মর্ ছুঁড়িগুলো, তোরা ঝগড়া আরম্ভ কল্লি নাকি? মিছে গোল ক'রে চেঁচামিচি কচ্ছিস কেন?

১ম সখী হাঁ মিছে গোল ক'রে চেঁচামিচি কচ্ছিস কেন?

২য় সখী হাঁ মিছে গোল করে চেঁচামিচি কচ্ছিস কেন?

৩য় সখী হাঁ মিছে গোল ক'রে চেঁচামিচি কচ্ছিস কেন?

মাধুরী আঃ এ ত ভাল জ্বালায় পড়লুম রে দে বাপু দে, তোদের সকলের মালা রাজকুমারী নেবেন

১ম সখী। এ কথা ভাল।

২য় সখী। এ কথা ভাল

৩য় সখী। এ কথা ভাল।

(সকলের মালা প্রদান)

মাধুরী ঊষা! এই নাও, সখীরা তোমার জন্যে মালা এনেছে, ধর। প্রাণের সাথিটী এলে, সোহাগ ভরে তার গলে দিয়ে, মুখে মুখে চেয়ে, প্রাণের কথাটী ক'য়ে, আপনি ধরা দিয়ে, ধরতে যেও ধেয়ে ও মা, এই যে, নাম কত্তে কত্তেই

(প্রদোষ ও বিমলের প্রবেশ)

ঊষা (প্রদোষের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া) প্রাণেশ্বর— প্রাণেশ্বর!

প্রদোষ। প্রাণেশ্বরি, প্রাণেশ্বরি!

বিমল (স্বগতঃ) ওহো হো কি গায়ে পড়া ভাবরে, প্রাণে অভাব জন্মে দেয়! এমন মোলায়েম সোহাগ দেখে অমনিই প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে

ঊষা। সকলিত শুনেছ, এখন কি করবো? আমার

প্রাণত আর আমার নয়, আমি কেমন ক'রে পরের হব? আমি যে বুক বাঁধতে পাচ্ছি না।

প্রদোষ। উষা। শুনে অবধি আমিও পাগলের মত হয়েছি। কি করবো? পিতৃ আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, তোমার অবশ্য প্রতিপাল্য। আমি অনেক ক'রে প্রাণ বেঁধেছি, চোখের জলে বুক ভেসে গেছে, নীরবে সয়েছি। তুমি আমায় ভুলতে চেষ্টা কর, আমিও তোমায় ভুলতে চেষ্টা করি। প্রাণপণ যত্ন ক'রে দেখবো, না পারি, স্মৃতি ভস্ম মেখে, তোমার প্রেমে যোগী হয়ে, তোমার চন্দ্রবদন ধ্যান ক'রে, জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত কোর্বো।

উষা। তুমি ও কথা বল্লে। তুমি ও কথা বল্লে। তবে কি এ অভাগীর জুড়াবার স্থান জগতে নেই? আমি কি পাষাণ প্রাণে প্রাণ সঁপে ছিলেম।

প্রদোষ। উষা। প্রাণত দেখাবার নয়, নইলে চিরে দেখাতাম, এ হৃদয় 'উষাময়'। তুমি আমার ধ্যান জ্ঞান, তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমার চারু ছবি, এ হৃদয়ে অঙ্কিত হয়েছে। সাধে কি তোমায় ভুলতে বলছি? তুচ্ছ প্রণয়ের তরে, পিতার আদেশ লঙ্ঘন ক'রে, তাঁর মনে ব্যথা দিয়ে, নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত কবেব?

উষা। তুমিও নিষ্ঠুর হলে? তুমিও পাষাণ হ'লে? আমি প্রণয় কি তা জানিনা, তবে এখন বুঝছি, ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ পিতা মাতা জগতের সমস্ত একদিকে, আর একদিকে প্রণয়! তুমি সেই প্রণয়কে তুচ্ছ বল্লে। তবে এ জালা ভরা জীবনে কাজ কি? আত্মহত্যাই আমার মঙ্গল।

বিমল (স্বগতঃ) ও বাবা, এবার মাত্রায় কিছু অধিক; আত্মহত্যা কত্তে চান; আজনটা ফাঁকা পিরীত ক'রে কাটালুম, এ সব ঝমাটী পোয়েব তবু কিছুই পেলুম না। হা রে ভগবান থেলাতেও দিলে না, খেলতেও দিলে না।

প্রদোষ ঊষা তুমি কি জাননা, এ অন্ধকারাবৃত হৃদয় ঊষার তরুণালোকে, স্নিগ্ধ জ্যোতিতে আলোকিত হয়েছে সে আলো কি দূর হবার? সে জ্যোতিঃ কি মোছবার? তোমায় ভুলতে বলছি, আমার প্রাণ কি কাঁদছে না? আমার হৃদয় কি বিদীর্ণ হচ্ছে না? অন্তরের তাপে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হচ্ছি কি করবো ঊষা জগদীশ্বর বাম, মনের সাধ মনেই রইল আমি স্ব ইচ্ছায় পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত পাপে তোমায় কলঙ্কিত করতে পার্বোনা। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, পতি সুখে সুখিনী হও, স্বামী সেবায় কায়মন সমর্পণ ক'রে গুরুজনের প্রীতিভাজন হও আমার যা হয় হবে, ফিরে চেওনা।

ঊষা আমি যা ভেবেছিলুম, তাই হ'ল আমার সকল সুখ ফুরাল আমার সকল সুখ ফুরাল।

(বক্ষে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দন)

বিমল (স্বগতঃ) আহা হা। কেতরে পড়লেন কেতরে পড়লেন। তোমার হয়েছে কি চাঁদ? এটা থেকে উঠলে ওঠ, তার পর আমার হাত, এহাত ছাড়ান বড় দায়, প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তবু তোমার আশা ছাড়চিনি।

ঊষা প্রাণেশ্বর! তুমিই আমার প্রাণেশ্বর! আমি তোমারই, তুমি আমার কি না জানি না, কিন্তু আমি তোমারই,

আমি তোমা বই আর জানিনা তুমিই যখন পায়ে ঠেল্‌লে, আমার এ পোড়া প্রাণে প্রয়োজন? প্রাণের ব্যথা গোপনে রেখে, স্মৃতিটুকু নিয়ে, দিবানিশি হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার ধ্যান করবো আর ফিরে আস্‌বো না, আর তোমার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদবো না, তুমি তোমার হৃদয়ের ধন নিয়ে সুখে থেক'

গীত

গোপনে প্রাণের ব্যথা রাখিব হৃদয়ে।
সুখে থাক গুণ নিধি হৃদি-নিধি লয়ে।
সাধিলে এ সাধে বাদ,
ঘটাইলে পরমাদ,
কি সাধে রাখিব প্রাণ, এত জ্বালা সয়ে।
আর না আসিব ফিরে,
ভাসিব না আঁখি নীরে,
প্রেম-স্মৃতি হৃদে ধরে, রহিব বিভোলা হ'য়ে

(প্রস্থানোদ্যোগ)

প্রদ্যোম্ন (ঊষার নিকট গিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া) প্রাণেশ্বরি প্রাণেশ্বরি

ঊষা প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর

বিমল (স্বগতঃ) তবু ভাল, শুনেছিলেম পিরীত ক'রে বিবাগী হয়ে যায়, চোখেত কখনও দেখিনি আজ বাবা প্রত্যক্ষ দেখলেম আমি মনে কল্লেম বুঝিবা মরে, তা হ'লেত

আমারি নিষ্পরোয়া হ'ত, ও ছোঁড়া যেই কাছে গিয়ে, হাত দুটো ধরে, দুবার প্রাণেশ্বরী, প্রাণেশ্বরী, করলে, অমনি ছুঁড়ী যেন গলে গেল এরেই বলি বাবা পিরীত; কেবল মুখে "ভালবাসি"—ভালবাসি" ক'রে, একটু মুচ্‌কি হেসে, গায়ে ঢলে পড়ে, গায়ে পড়া দেখালেই প্রেম হয় না, প্রাণের টান দরকার করে

প্রদোষ ঊষা আমি বুঝিছি, জগদীশ্বর, তোমার আমার প্রাণ এক ক'রে সৃজন করেছেন ঊষা আমি তোমারই, তুমি আমারই তোমায় নিয়ে অনিশ্চিত অদৃষ্ট পারাবারে ঝাঁপ দিব, দেখি মগ্ন হই কি কূল পাই

ঊষা আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, আমার প্রাণ যেন বল্‌ছে, তুমি আমারই হবে, আমি তোমারই থাক্‌বো এক-দিন আমি আমাদের প্রমোদকাননে, ফুলের কুঞ্জের ভিতর শুয়েছিলেম, মধুর বাতাস ফুলের বাস নিয়ে, আস্তে আস্তে বই ছিল, আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লেম যেন বোধ হ'ল, হঠাৎ বাগানটা আলো হ'লো যেন কতকগুলি স্বর্গীয় অপ্সরা এসে, মধুর গান গেয়ে, আমার নিরাশ প্রাণে আশা দিয়ে গেল যেন বলে গেল, তোমারই—তোমারই হবে। সেইদিন হ'তে নিরাশাকে আমি প্রাণ হ'তে মুছে ফেলে, আশাকে বুকে পুযে রেখেছি তবে তুমি যদি অমন কথা বল, অমন ক'রে প্রাণে দাগা দাও, তবে কি সুখে এ প্রাণ রাখ্‌বো

প্রদোষ তুমি স্বপ্নে দেখেছিলে, আমি প্রত্যক্ষ দেখে-ছিলুম; যে দিন তোমার মোহিনী ছবি প্রাণে অঙ্কিত হ'ল, সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, কাননের প্রান্তে বসে যখন

তোমার চির হাস্যময়ী অশ্রু ধ্যান করছিলেম, অকস্মাৎ স্বর্গীয় সৌরভে যেন প্রাণ পূর্ণ হ'য়ে গেল কে তখন অজানা কুসুমগুচ্ছ ধরে শূন্য হ'তে এসে—সুললিত প্রণয় সঙ্গীতে যেন আভাষ দিয়ে গেল, এ হৃদয় উষার অরুণালোকে আলোকিত হবে আমিও সেইদিন হতে জানতেম, তুমি আমারই হবে, তবে আমি যে কি মর্ম্মান্তিক বেদনায়, কি দুঃসহ যন্ত্রণায়, তোমায় ভুলতে বসেছিলাম, তা আর কি বল্‌বো? অন্তর্যামী ব্যতীত সে বেদনা, সে যন্ত্রণা, কেহই বুঝবেনা আজ হ'তে তুমি আমারই, আমি তোমারই এ শোক তাপ ভরা ধরার তুমি নও এস, তোমায় বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখি

বিমল (স্বগতঃ) দেখো বাবা, চাপে বুক না ভাঙ্গে।

(সখীগণের গীত)

মধু মাতল পিয়া হের বনে বনে!

কথা প্রাণে-প্রাণে

কথা কেহ না ভাঙে, কথা কেহ না জানে,

কথা কাণে-কাণে।

টানে-কথা হৃদিব্যথা আপনজনে।

কথা টানে টানে,

কথা আপনা হানে,

কথা প্রাণে পাণে॥

[মাধুবী ব্যতীত সখীগণের প্রস্থান।

বিমল (স্বগতঃ) আর কেন, এবারই নিজের চাল

চালি (পরামর্শে) বলি প্রদোষ এইখানেই যেতে গেলে নাকি? দিককার একটা ঠাওরাও, তোমাদের দুজনের প্রাণের টান আছে বলেত আর রাজার প্রাণের টান জন্মাবে না তিনি একজন রাজপুত্রকে বিবাহ দেবেন বলে, নিম ন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন, তিনিত আর জানেন না, যে আগে হতেই তোমাদের এমনতর জগাটী বেঁধেছে তাকেত 'বাপু বাছা' বলে মিষ্টি মুখে বিদায় কত্তে পাবেন না, তাহ'লে, তাকে অপমান করা হয়, রাজা প্রাণান্তে তা কি কর্‌তে পারেন? সেই জন্যে যাতে সব দিক বজায় থাকে, এমন ধারা একটা পরি স্কার উপায় বলে দিই শোন, সাফ কাজ আদায় হ'যে যাবে

প্রদোষ কি উপায় বল? প্রাণের বন্ধু ব্যতীত জগতে আর কার কাছে এমন উপকার প্রত্যাশা করা যায়

বিমল তুমি আপাততঃ, ঊষাকে নিয়ে, হেথা হ'তে সরে পড কোথাও গিয়ে, লুকিয়ে বিবাহ ক'রে ফেল। অপাত্রেত আর ন্যস্ত হবে না, আর সব কথা শুনলে, রাজাও বিশেষ অস ন্তুষ্ট হবেন না আপনা আপনি রাগড়া পড়লো দেখে, নাচার অবস্থা বুঝে, সে বেচারিও গোছ কাটাবে।

ঊষা কুমারবান্ধব। ধন্য আপনার বুদ্ধি শক্তি। আপ নাকে কেমন ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো?

বিমল না না, সেকি কথা? এত আমার কর্ত্তব্য কাজ। বন্ধুর উপকারার্থে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত নই (স্বগতঃ) কৃতজ্ঞতা আর তোমায় কষ্ট ক'রে প্রকাশ কত্তে হবে না, আমি আপনা'আপনিই প্রকাশ ক'রে নেব

প্রদোষ এ অতি উত্তম পরামর্শ

বিমল　উত্তম পরামর্শ বলে　গাম্ভির্য্যের উপর গা ঢেলে দিলে চল্‌বে না, আরও সময় নেই, "শুভস্য শীঘ্রং"—আজই যা হয় কর?

প্রদোষ　ঊষ, হৃদয়েশ্বরি।

ঊষা　হৃদয়েশ্বর চল, কোথায় যাব চল, এখান থেকে না গেলে আমার লজ্জা রক্ষা হবে না　আমার জীবনের সুখ দুঃখ এখন তোমার হাতে

প্রদোষ　কোথা যাব, ঊষা? তোমায় নিয়ে কোথা যাব?

ঊষ.　যেখানে তুমি, সেইখানে আমি; তুমি কায়া, আমি ছায়া

বিমল　(স্বগতঃ) আহা　ছুঁড়ীর কথাগুলো যেন মিস্রীর বুক্‌নী　(প্রকাশ্যে) দেখ প্রদোষ　তুমি গা ঢেলেই আছ; মেয়ে মানুষ সাহস ক'রে অকূলে ঝাঁপ দিতে চাচ্ছে, আর তুমি পুরুষ হ'য়ে, ভয়ে পেছ কাটাচ্ছ　ছি ছি ধিক্ তোমার পুরুষত্বে

প্রদোষ　বিমল　আমার প্রাণে কি হ'চ্ছে, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

বিমল　বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পাচ্ছি; তোমার প্রাণের ভিতর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে　দেখ　আর ন্যাকামী ক'রোনা তুমি পুরুষ　প্রাণ দিয়ে অনায়াসে প্রাণ ফিরে নিতে পার, এমন ক্ষমতা ঈশ্বর পুরুষের হৃদয়ে দিয়েছেন　দুটো চারটের উপরও পড়তা হ'লে, বিশেষ দোষ অর্শায় না　কথায় বলে "পুরুষ পরশ", কিন্তু অবলা স্ত্রীলোক, তারা এক প্রাণ এক বই দুজনকে দিতে জানেনা, আর একবার দিলে, ফিরে নিতেও

পারে না   ঊষার এখন তুমি বই আর কেউ নেই, ঊষার এ জনমের সুখ দুঃখ এখন তোমার উপর নির্ভর কচ্চে   তাকে চিরদুঃখিনী ক'রো না।

প্রদোষ   বিমল   কি হ'তে কি হবে, ঘটনা স্রোতে কোথায় গিয়ে পড়বো, তাই ভেবে আমি সারা হচ্চি ভবিষ্যত গর্ভ আমার নয়নে যেন অন্ধকারাবৃত বোধ হচ্ছে শেষ কি উভয়েই কলঙ্ক সাগরে পড়ে, গঞ্জনার ভীষণ তরঙ্গা-ঘাতে নিমগ্ন হবো?

বিমল   যদি এত ভয়, তবে প্রেম করতে এসে ছিলে কেন ভাই? পিরীত করতে গেলে, কলঙ্ক, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অঙ্গের ভূষণ করতে হয়, কথায় বলে

পিরীতি ফুলের মধু, কলঙ্ক কণ্টক ময়;
যে জানে সে মরে আছে, মুখের কথা পিরীত নয়

দেখ, আমার একটা পরামর্শ শোন, আপাততঃ ঊষাকে নিয়ে তোমাদের কেলিকাননে রাখ, জন প্রাণীও জানবে না। দিন কতক চাপা চুপি রেখে তারপর বিয়েটা ক'রে ফেল। তোমার সঙ্গে ঊষার বিবাহ হয়েছে শুনলে, রাজা কত আনন্দ ক'রে, মেয়ে জামাই ঘরে নিয়ে যাবে, আর যদি এ রকম বেল্লেল্লা চালে চল, তাহ'লে এ কূলও যাবে ও কূলও যাবে

ঊষা। কুমারবান্ধব, কি দেব কি দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ করবো?

বিমল   (স্বগতঃ) কিছু দিতে হবেনা চাঁদ, আমি কেবল ঐ বদনসরোজে মধুকর হয়ে উড়ে উড়ে বেড়াব, আর বড় কিছু চাই না

ঊষা (প্রদোষকে চিন্তিত দেখিয়া) কেন এত ভাবছ ? কেন এত ভাবছ ? আমি মেয়ে মানুষ, আমি বুক বাঁধতে পাচ্ছি, আর তুমি এমন অধৈর্য্য হ'চ্ছো ?

প্রদোষ চল, ঊষা চল, তোমায় নিয়ে অকূল কার্য্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিই, জগদীশ্বর আছেন, তিনিই আশ্রয় দেবেন (বিমলের প্রতি) বিমল। তবে তুমি ঊষাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস, আমি কেলীকাননে অপেক্ষা করিগে

বিমল (স্বগতঃ) আমিওত তাই চাই। বাঃ ভগবানের কি জোটাজোট, যার জন্যে যা রেখেছেন, পরে তা পাবে কেন ? ভেবেছিলেম ছুঁড়ীটাকে হাত ক'রতে দুচারদিন কষ্ট পেতে হবে, এ বাবা আপনা আপনিই হাত হ'য়ে গেল আমার যে মিষ্টি বুলি আছে, পথেই কাজ গুচুবো।

প্রদোষ। ঊষা। তবে তুমি এস, আমি চল্লেম অনাথ নাথ. যে দুঃসাহসিক ভার মস্তকে ধারণ ক'রেছি, তার গুরুত্ব তুমি বুঝছ প্রভু দেখ নাথ বড় সাধে বিষাদ সেধনা

[প্রদোষের প্রস্থান

ঊষা (মাধুরীর গলা ধরিয়া) মাধুরি ! মাধুরি ! তবে আমি চল্লেম (ক্রন্দন)

মাধুরী। (চক্ষের জল মুছিয়া) ছি ঊষা এমন দিনে কি কাঁদতে আছে ? চোখের জল মোছ, কাঁদিসনি ?

ঊষা মাধুরি আজ কাঁদবনা ? আজ যে আমার কাঁদবার দিন হয়ত এই আমার শেষ দেখা।

মাধুরী। ওমা ঊষা অমন সর্ব্বনেশে কথা বলিসনি, ওকে যে আমার কান্না পায়

ঊষা কে জানে ভাই, আমার কেমন হচ্ছে ; হাসিও আসছে, কান্নাও আসছে প্রাণের যত মালিন্য ধুয়ে গিয়ে আনন্দে মন পূরে যাচ্ছে , কিন্তু কে জানে ভাই, সেই আনন্দের ভেতর কিসের বিষাদের ছায়া দেখা দিয়ে প্রাণটুকু ছেয়ে ফেলছে আমি যেন আপনাকে ভুলে যাচ্ছি আবার কি দেখা হবে ? আবার কি এসে হেসে হেসে তোর গলা ধ'রে, প্রাণ ভোরে প্রাণের কথা কইতে পাব ? মধুরি ! আবার কি তোর মাধুরী ভরা মুখ দেখতে পাব ?

মাধুরী কেন ঊষা এত কাতর হচ্ছো ?

ঊষা না ভাই ! আর আমি কাতর হব না। তবে আমি চল্লুম দেখ, মা যদি কাঁদেন, মা যদি অধৈর্য্য হন, মা ব'লে তাঁর কাছে যাস ; কাঁদতে মানা করিস, বলিস আবার ঊষা আসবে ; আবার ঊষা মা ব'লে ডাকবে ; বাবাকেও ঐ কথা ব'লে সান্ত্বনা করিস আমি চল্লুম

মাধুরী এস, আমায় যেন ভুলনা ?

ঊষা মাধুরি তোকে ভুলবো, তোকে ভুলবো . তোকে ভুলতে পারি, কিন্তু তোর অকৃত্রিম স্নেহ, স্বার্থহীন ভালবাসা, কি জীবনে ভোলা যায় ? মাধুরি ! যদি আমি সুখী হই, তোকে সুখী ক'রতে ভুলবে না . এস কুমারবান্ধব।

[ঊষা ও বিমলের প্রস্থান

মাধুরী অমনি চলে গেলেন, একবার ফিরে চাইলেন না ! একবার ব'লে গেলেন না . একবার কথা ক'য়ে গেলেন না বুঝি পোড়া লজ্জা এসে প্রতিবন্ধক হ'ল আমি আগে কেন কথা কইলুম না ? আমি কেন মাথা হেঁট ক'রে

রইলুম? চোখে চোখে হ'লে, হয়ত তিনি একটু হেসেও যেতেন সে মুখে একটু হাসিও দেখতুম, তাতেও আমার কত আহ্লাদ হ'ত দোষত আমারই, তবে তাঁর উপর মিছে অভিমান করি কেন?

গীত

নয়নে নয়নে হ'লে, লাজে আঁখি ফিরে চায়।
প্রাণে প্রাণে গাঁথা গাথা, আধ এসে বেধে যায়।
সাধের সাগর বুকে, কেন থাকি অধোমুখে,
সরম মরমে ব'সে, যেচে জ্বালা নেয় হায়!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নদী-তীর।

(বিমল ও ঊষার প্রবেশ)

ঊষা। গীত

ফিরিব কি আর?
আর কি কোকিলা তান, শুনিয়া জুড়াবে প্রাণ,
তুলিয়া কুসুম রাশী, আর কি গাঁথিব হার?
মাখিয়া চাঁদের কর, ধরিয়া সঙ্গিনী কর,
আর কিরে বনে বনে করিব বিহার॥
সুখ স্মৃতি যত হায়! প্রাণে প্রাণে রয়ে যায়,
যে যথায় রেখে যাই আঁখি জল উপহার।

বিমল (স্বগতঃ) যার ভাল হয় তার সকলই ভাল হয়; ছুঁড়ীর যেমন রূপ গলাখানাও তেমনি। যেন কে মধুরতা ঢেলে রেখেছে। এ রত্ন যদি আমার না হয় তবে এই নদীজলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল যদি আমার হয় তাও বরং প্রদোষকে দিতে পারি, কিন্তু প্রাণ থাকতে ঊষাকে হাত ছাড়া ক'রতে পার্ব্বো না (প্রকাশ্যে) ঊষা পথ চলতে তোমার কষ্ট বোধ হ'চ্ছে? কি ক'রবো বল, তুমিই ইচ্ছে ক'রে চলে আসতে চাইলে

ঊষা কষ্ট বোধ হবে, কেন কষ্ট বোধ হবে; আমার প্রাণে আনন্দ ধরছে না। তবে এই কষ্ট মনে হচ্ছে, ঈশ্বর পাখা দেননি, নইলে পাখী হ'য়ে উড়ে যেতেম

বিমল (স্বগতঃ) আহা কি মিষ্টি কথা! ঊষা। কিছু না হয়—কিছু না পারি, তোর রাঙা চরণ-কমলে ভোমরা হ'য়ে থাকবো, দিনরাত তোর গুণ গাইবো তাতেও আমার সুখ আছে, তাতেও আমি কত আনন্দ পাব আরও প্রাণের চাপ ধ'রতে পারিনি, ভেঙ্গে দিই নইলে প্রাণ বাঁচান দায়. ঊষা

ঊষা। কি কুমারবান্ধব।

বিমল ঊষা.

ঊষা কি বলছেন?

বিমল ঊষা!

ঊষা ওকি আপনি অমন কচ্ছেন কেন? আপনার মুখের ভাব এমন কেন? কি বলবেন বলুন।

বিমল ঊষা. কি আর বলবো, বলবার আর কি

আছে ? তোমায় আমি দেখাচ্ছি কি বলবো। . এই দেখ ছুরি, এই ভেতর দেখ তা হ'লে বুঝবে তোমায় কি বলছি

(নিজবক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্যত)

ঊষা (বাধা দিয়া) ওকি কচ্ছেন, ওকি কচ্ছেন।

বিমল আমি যে পাগল হয়েছি কে বলে বুকচিরে দেখান যায় না, আমি তোমায় দেখাব আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানময় কি আছে তোমায় দেখাব, তা হ'লে আর আমায় বলতে হবে না; তোমায় কি বলবো ঊষা, এই তোমার পা জড়িয়ে ধল্লুম, তুমি পায়ে রাখ, তুমি পায়ে ঠেললে আমি বাঁচবো না, আমার প্রাণ যায়।

ঊষা তুমি কি পাগল ?

বিমল আমিত তোমায় বল্লুম আমি পাগল, আমি যদি পাগল না হ'ব, তা হ'লে কি এতক্ষণ এ পাপ প্রাণ খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটতে বাকী রাখতেম ? আমার অমন বন্ধু, আমায় নিজের সহোদরের অপেক্ষাও ভালবাসে, তার সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা করতে উদ্যত হয়েছি ; বন্ধুরমণী মাতৃস্বরূপিনী, তাকে পাপ মুখে এই সকল কথা বলছি ; যথার্থই আমি পাগল। আমি কিছুই বুঝিনা ; পাগল—হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, তাই তোমার পায়ে ধরছি, আমায় পায়ে রাখ, আমায় দয়া কর

ঊষা। ছি ছি ছি তুমি এমন ! তোমায় যে আমি সরল বলে মনে করতুম তোমার মন এমন শঠতা পরিপূর্ণ, তোমার মন এত নীচাশয় তা আমি জানতেম না লৌহ পরেশমণির স্পর্শে আরও কুৎসিত মূর্ত্তি হয়, মলয় হাওয়া লেগে এ

যে চন্দন বৃক্ষের পরিবর্ত্তে বিষবৃক্ষ হয়েছে হায় হায় তবে আর জগতে কাকে বিশ্বাস করবো ?

বিমল বল, বল, আমায় প্রাণে রাখবে কি না বল ?

ঊষা তুমি কেমন করে ও সব কথা মুখে আনছ, তুমি কি রমণীর প্রাণ জাননা ? প্রাণ পেলে আমরা তার প্রতিদান দিই প্রমোদ আমায় ভালবেসেছে, আমিও তাকে ভাল বেসেছি, আমি যে এখন তার যদি তুমি ঐ ছুরি দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কর, যদি বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়, যদি দাবানলে পুড়ে মরি, তবু তোমার ও পাপ প্রস্তাবে স ত হব না আহা মাধুরী না বুঝে পাষাণে প্রাণ দিয়েছে। পাথরে কেমন করে জল পাবে ? ছি ছি তুমি এমন শঠ ? এমন প্রতারক ? একজন অবলার সর্ব্বনাশ করে তাকে অকূলে ভাসিয়ে এলে ? স্ত্রীলোকের সতীত্বই ভূষণ, অসতী নারী আর নরকের কীট এ দুয়ে কিছুই প্রভেদ নাই তুমি আমায় সেই রতন হারা করতে চাও ? ছি ছি ধিক তোমায় তোমার নীচ মতিকে সহস্র ধিক আর আমি তোমার সঙ্গে যাবনা, তোমার ছায়া স্পর্শ করবো না, আমি কুমারকে গিয়ে সব কথা বলবো, যেন তোমার মত দুর্জ্জনের সঙ্গ ত্যাগ করেন

বিমল (স্বগতঃ) ওঃ ছুঁড়ী আমার সর্ব্বনাশ ক'রবে আমার সব দিক যাবে যা থাকে কপালে, মরেছি না মরতে আছি, একবার জোর জবরদস্তি করে দেখি (প্রকাশ্যে) তোমার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে বড় তৃপ্ত হ'লেন, এখন স্পষ্ট কথা বলছি, যদি মিষ্টি মুখে রাজী হও ভালই, নইলে দেখছ এই ছুরি, তোমারও বুকে বসাব, আমারও বুকে বসাব

ঊষা। তোমার বুকে বসাও না বসাও ক্ষতি নেই, আমার বুকে বসিয়ে দাও, এ যন্ত্রণার দায় হতে এড়াই, আমি যে আর সইতে পারিনে। তুমি কি সামান্য ভয় দেখাচ্ছ? যদি সহস্র বিপদ এক সঙ্গে আক্রমণ করে তা হলেও সতী-রমণীর হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

বিমল। বটে, আচ্ছা দেখছি, আমি জোর ক'রে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট ক'রবো। দেখি, কেমন করে তুমি রক্ষা ক'রতে পার।

(ধরিতে অগ্রসর)

ঊষা। ছুঁওনা, ছুঁওনা, আমায় ছুঁওনা। জগদীশ্বর কি নাই? অবলাবন্ধু অনাথনাথ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এ দাসীর ধর্ম্মরক্ষা কর, পিশাচের হাত হ'তে বাঁচাও।

বিমল। ভগবান তোমার পিরীতের লোক কিনা, তাই ডাকবামাত্র উবাও হয়ে ছুটে আসবে। (ধরিতে উদ্যত)

ঊষা। পাষণ্ড! নরপিশাচ দ্যাখ, কি করে সতী নারী সতীত্ব রক্ষা করে।

(নদী জলে ঝম্পপ্রদান)

বিমল। অ্যাঁ, জলে ঝাঁপ দিলে! আমি কি সোণার প্রতিমা জলে বিসর্জ্জন দিতে নিয়ে এলেম! ঐ না মাথার চুল ভেসে উঠেছে? কৈ, আর ত দেখা যাচ্ছে না। বুঝি তলিয়ে গেল। হায় হায়, এত পরিশ্রম সব বিফল হ'ল?

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন

অপ্সরাগণ উষার সেবায় নিযুক্ত

উষা (ক্ষীণ কণ্ঠে) প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর, কোথা প্রাণধন।

১ম অপ্সরা — জেগেছে জেগেছে বালা খুলেছে নয়ন
বিষম বেদনা তাপে হইয়ে মলিনী
মুদিতা হইয়াছিল ফুল্ল কমলিনী
স্নিগ্ধ শান্তি পরশনে হাসিল আবার
সোহাগে ঢালিবে পুনঃ সুরভীর ভার,

২য় অপ্সরা — বলিতে বলিতে সখি, আধেক রাখিলে
প্রীতিপূর্ণ হব বড় সকল শুনিলে।
কহ শুনি সবিশেষ উষার কাহিনী

১ম অপ্সরা — কহিব সকল কথা শুন বিনোদিনী
সতীত্ব সোণার নিধি তস্করেতে হরে
হেরি বালা সার ধন রাখিবার তরে
ঝাঁপ দিল নদীনীরে প্রাণ তুচ্ছ করি।
সুখসাধ সুখ আশা সব পরিহরি
লাগিল তটেতে আসি ভাসিয়া ভাসিয়া
অনুপম চারু কান্তি নয়নে হেরিয়া
স্মরিয়া সকল কথা পূর্ব্ব বিবরণ
তুলিলাম সুশীলারে করিয়া যতন।
তার পরে তোসবারে তথায় ডাকিয়া।
আনিলাম এইখানে উষারে ধরিয়া

৩য় অপ্সরা ঘুচিয়াছে এতদিনে যতেক বেদন
সুখশশী হৃদাকাশে দেছে দরশন
তাহার কিরণ ছটা হৃদয়ে মাখিয়া
সুবিমল প্রেমরসে বিভোরা হইয়া
সুখসরে সুখে বালা দিবে সন্তরণ
ঘুচিয়াছে এতদিনে যতেক বেদন

ঊষা (ধীরে ধীরে উঠিয়া)

গীত

কিসের কুহকে প্রাণ হয়েছে এমন।
কে যেন রে প্রাণে প্রাণে, চুপি চুপি কাণে কাণে,
কথা কয়ে মুছে দেয় প্রাণের বেদন ॥
কত স্মৃতি মনে আসে, আঁখিজলে বুক ভাসে,
বিষম হুতাশে হায়! কাঁদে পোড়া মন।
আর কি পাবরে হৃদে, প্রাণ প্রিয়ধন ॥

১ম অ আমরা সঙ্গিনী তোর, নিবার নয়ন লোর,
সুলোচনা করোনা রোদন
চল যাই তোরে নিয়ে নাগরের কাছে গিয়ে,
তার করে করি সমর্পণ

ঊষা বাঁধিয়া প্রেমের ডোরে, পরিচয় দিলে মোরে,
সঙ্গিনী বলিয়া চন্দ্রাননি
আমার প্রাণের ব্যথা, হৃদয়ের দুখ গাথা,
নারী তুমি, বুঝ প্রাণে ধনী।

কুল লাজ মান ভয়, তেয়াগিয়া সমুদয়,
আসিলাম যাহার লাগিয়া
সে নিধি আমার কই, বল বল প্রাণ সই,
এখনও ফাটেনা এ হিয়া
ক্ষীণ স্মৃতিটুকু প্রায়, কত মনে আসে হায়!
বল বল সব বিবরণ
ঝাঁপ দিয়া নদী জলে, ডুবিনু অতল তলে,
তার পর কি হ'ল ঘটন

২য় অ কেন এত উচাটন, কব সব বিবরণ,
আগে চল, যথা তব প্রাণ
মণিহারা ফণি মত, কাঁদিতেছে অবিরত,
বিষাদে বিবশ মন প্রাণ।
তাহার পবিত্র করে, সঁপি তোরে সমাদরে,
প্রেমলীলা করি সমাপন
অনেক সয়েছ বালা, পেয়েছ অনেক জ্বালা,
আর কভু না পাবে বেদন।

ঊষা কত কথা স্বপ্ন প্রায়, মনে আসে মনে যায়,
কি যে হ'ল বুঝিতে না পারি
কি তরঙ্গ চলে প্রাণে কি জানি কিসের টানে,
ভেসে যাই ফিরিতে নারি।

৩য় অ প্রেম স্রোতে ভেসে যাবে, আর কি ফিরিতে চাবে,
সে তরঙ্গে চিরদিন ধরে
প্রাণ ধনে বুকে ল'য়ে, প্রণয়ে বিভোলা হ'য়ে,
দিবে লো সাঁতার প্রাণ ভোরে

অপ্সরাগণ — গীত

প্রাণের ব্যথা মুছে যাবে, শুকাবে তোর আঁখিজল।
ফুল্ল প্রাণে ফুট্‌বে ওলো ছিন্ন হৃদি শতদল॥
নাগরে আদর ভরে, রেখলো বুকে ধ'রে,
পলক হারা হওনাক, চোখে দেখ অবিরল

[ঊষাকে লইয়া অপ্সরাগণের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গঙ্গাতীরস্থ শ্মশান।

মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুত ইত্যাদি

(ব্রহ্মচারীবেশে বিমলের প্রবেশ)

বিমল কে জানে কেন আমি এই স্থানে এলে প্রাণে পরম শান্তি পাই মনে হয়, জড় জগতের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, আমি যেন এ পৃথিবীর কেউ নই; হৃদয় অমনি বিমল আনন্দে ভ'রে যায় ঊষা! ঊষা! এত ক'রেও তোকে পেলেম না? এত আয়াস, এত পরিশ্রম, সকলই বিফল হ'ল? হায়রে, তোর জন্যে না কল্লেম কি! অনুতাপে প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে, জীবনের বাঁধন আপনা আপনিই শিথিল হচ্ছে, কিন্তু কুপ্রবৃত্তি এত প্রবল, সমস্ত অভ্যন্তর এত ঘন সমাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, যে এত ক'রে মনকে বুঝিয়েও প্রদীপ

স্মৃতি দূর ক'রতে পাচ্ছি না জগদীশ্বর। শুনেছি, তুমি যত বস্তু জগতে সৃজন করেছ, সকলই তোমার সৃষ্ট জীবের উপকারের নিমিত্ত, কিন্তু প্রভু! এপাপ 'লালসা' কি জন্য সৃজন করলে? এতে জগতের কি উপকার হচ্ছে? প্রত্যেক মানব হৃদয়ে তুমি যে লালসা রাশী ঢেলে দিয়েছ, তাই নিয়ে সকলেই অস্থির হৃদয়ে কালযাপন কচ্ছে যদিই সৃজন করেছিলে, প্রভু তবে 'সৎ অসৎ' এ দুটো করলে কেন? সকলেরই মনে কেন সৎ লালসা দিলে না? তোমার একি পরীক্ষার লীলা, বুঝবো না, লীলাময়। এই ভীষণ লালসা রাক্ষসীর হাতে আমরা যেন ক্রীড়ার পুতুল তারই ইঙ্গিতে মন্ত্রমুগ্ধের মত, আমি অমন সরল বন্ধুর সহিত ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করলেম মাতৃস্বরূপিনী বন্ধুরমণীর প্রতি পাপ মতি হ'ল, সমাজের একটা ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করলেম জানছি "যথা ধর্ম্ম তথা জয়," তবু এ অধর্ম্ম হ'তে পাপ মতি ফিরছে না যেখানে নিঃস্বার্থ ভালবাসা পাচ্ছি, ভালবাসি না বাসি, যে আমায় প্রাণ ঢালা ভালবাসা দিচ্ছে, সে দিকে মন অগ্রসর হ'তে চায় না যেখানে ভালবাসার পরিবর্ত্তে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা পাবে সেই দিকেই যায় ছি ছি, আমার এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করাই উচিত এতদিন কি এ প্রাণ পরিত্যাগ করতেম না। এ পাপ পরিপূর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে এতদিন কি সম্বন্ধ উঠাতেম না। সে কথা মনেই থাক কিন্তু কি জানি, কেন প্রাণ বলছে, ঊষা বেঁচে আছে; প্রাণের ছলনায় ভুলেই মরতে পাচ্ছিনি তাইত এ বেশে, দেশে দেশে ভ্রমণ কচ্ছি, একবার বেশী নয় আর একবার সেই মুখখানি দেখে কেবল দেখে, গঙ্গা গর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব। এ পাপ প্রাণ পূত প্রবাহিনীর অঙ্কে

বিমল। কোথায় যাব ? কোথায় গেলে আর একবার ঊষাকে দেখতে পাবো

(মেঘ গর্জ্জন বিদ্যুত ইত্যাদি)

প্রকৃতি। তোমার এ উগ্রঙ্গিনী ভৈরবী মূর্ত্তি আমার চক্ষে ভীষণা নয়, আমার প্রাণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, যদি হৃদয়ের উন্মাদিনী গর্জ্জন শুনতে, তা হ'লে আর ঐ তুচ্ছ রব তুলতে না তুমি কি সামান্য অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন করেছ, আমার প্রাণের ঘোরতমঃ যদি দেখতে, তা হ'লে তোমার ক্ষীণ আবরণ এখনই মোচন করতে আহা আমার প্রাণ জুড়াবার এই স্থানই উপযুক্ত (উপবেশন)

নেপথ্যে — গীত

চোখের দেখা দেখবো তারে, তাও কিরে পাবনা।
দেখবো সুধু মুখের হাসি, আরত কিছু চাবনা।

বিমল। নারী কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনী কোথা হ'তে আস্‌ছে ? প্রকৃতীর এই বিভোল অবস্থায়, এরূপ ভীষণ স্থানে, নীরাশ সঙ্গীত কে গায় ? জগদীশ্বর কার সাধে বাদ সেধেছেন

নেপথ্যে — (পূর্ব্ব গীতের অংশ)

সঁপেছি প্রাণ আপন জেনে, বাসে বা না বাসে মনে,
জীবনে মরণে প্রাণে, ভাবিব তার ভাবনা।

বিমল। একি গান শুনে আমার প্রাণ কাঁপ্‌ছে কেন ? কত কত ছবি যেন চোখের উপর ভাসছে! জানিনা, পাষাণ প্রাণে কোথা হ'তে সহানুভূতির সঞ্চার হ'চ্ছে

গীত গাহিতে গাহিতে মাধুরীর প্রবেশ)

গীত

চোখের দেখা দেখবো তারে, তাও কিরে পাবনা ?
দেখবো সুধু মুখের হাসি আরত কিছু চাবনা ।
সঁপেছি প্রাণ আপন জেনে, বাসে বা না বাসে মনে,
জীবনে মরণে প্রাণে ভাবিব তার ভাবনা
আমারে ঠেলেছে পায়, ক্ষতি কিবা আছে তায়,
যার প্রাণ তার পায় মিশাযে যাবে যাতনা ।

বিমল (স্বগতঃ) জগদীশ্বর, জগদীশ্বর। কি দেখছি ? কি দেখছি ? মাধুরী আমার কপটতায় প্রণয়ে হতাশ হ'য়ে পাগলিনী প্রায় করুণ গীত গেয়ে বেড়াচ্ছে। হায় হায়, আমার কি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে ?

মাধুরী — গীত

তারে তাপিত বুকে পাব কি আর,
ঘুচাব যাতনা ভার।
মুখ পানে চেয়ে চেয়ে ঢালিব নয়নাসার ॥
মধুর তানে মরম-বীণে, বাজিত যে নিশিদিনে,
সে বিনে সাধের বীণে না তোলে ঝঙ্কার ।
শুখালরে এতদিনে মিনিসূতোর গাঁথা হার ।

বিমল। মাধুরি! মাধুরি! কেন তুমি এমন মলিন বেশে, উন্মাদিনীর মত, প্রকৃতির এই তাণ্ডব নর্তন তুচ্ছ ক'রে, হেথায় সেথায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছ ?

মাধুরী তুমি কে গা? তুমি কি আমায় চেন? তুমি আমার নাম জানলে কেমন ক'রে? আমি উন্মাদিনীর মত গান গেয়ে বেড়াই কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছে? আমিত উন্মাদিনী ছিলুম না, আগে আমি কত খেলা কর্‌তুম, কত ফুল তুলতুম, কত মালা গাঁথতুম;—এখনই আমার মুখ এমন হয়েছে, আগে কত হাসতুম। আমি না বুঝে একটা কাজ কর্‌লুম, অমনি পাগল হ'য়ে গেলুম। তুমি আমার কথা বুঝতে পাচ্ছ না নয়? তাই মুখের পানে চেয়ে আছ। তবে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলি শোন—আমি না বুঝে একজনকে প্রাণ দিলুম, আর সে আমার প্রাণটী চুরি ক'রে নিয়ে, আমায় দাগা দিয়ে, পাগল ক'রে দিলে! আমার 'ঊষা' ব'লে একজন সখী ছিল, সে আমায় বড় ভালবাসত, তাকে নিয়ে সে নিষ্ঠুর কোথায় চলে গেল—কত খুঁজলুম, কোথাও পেলুম না সেই অবধি আমি এমনি ক'রে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াই! এতে আমি প্রাণে বড় আরাম পাই, তাই গাই

বিমল (স্বগতঃ) ওঃ—বুঝি এ পাষাণ প্রাণ বিদীর্ণ হ'ল! (প্রকাশ্যে) আহা। মাধুরি তুমি বড় দুঃখিনী

মাধুরী তুমি ঠিক বলেছ। ওগো আমি বড়ই দুঃখিনী! নইলে আমার এ দশা কেন? আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, সেই আমি এই আমি হ'ব

বিমল মাধুরি মাধুরি—

মাধুরী। হ্যাঁগা তুমি কেগা? তুমি কেগা? তুমি অমন কচ্ছো কেন? তোমার কথা শুনে যে আমার পাগল প্রাণ কেমন কচ্ছে বল না তুমি কে?

বিমল। আমি আমি

মাধুবী ওগো আমি যে কেমন হ'যে যাচ্ছি। তুমি তাব—তুমি তাক গলা কোথ থেকে চুবি ক'বে আনলে? ওগো আমাব যে প্রাণ কাঁপ্‌ছে!

বিমল (কৃত্রিম জটা শ্মশ্রু ত্যাগ কবিযা) মাধুবি মার্জ্জনা কব, আমি সেই নবাধম নবপিশাচ

মাধুবী তুমি তুমি ওগো আমার যে বুক ফেটে গেল, আমায় ধব

(মূর্চ্ছিতা হইয়া বিমলেব পদপ্রান্তে পতন)

বিমল (কাঁদিতে কাঁদিতে) আহা। মাধুবীব মাধুবী ভবা কান্তি মাধুর্য্য হীন হ'যেছে ছি ছি এমন বত্ন পেযে অযত্ন ক'বেছি। মাধুবি. মাধুবি ওঠ, চোখ মেলে চাও

মাধুবী (মূর্চ্ছা ভঙ্গে) তুমি আছ? তুমি আছ? তুমি আমায ছেড়ে যাওনিত?

বিমল মাধুবি আমি তোমার নিকট শত সহস্র অপরাধে অপরাধী আমায মার্জ্জনা কব, তুমি মার্জ্জনা ক'বলে, আমি অশান্ত হৃদযে, অনেকটা শান্তি পাব

মাধুবী ঊষা কোথা? সে বেঁচে আছেত?

বিমল হ্যাঁ, ঊষা ভাল আছে, ঊষা সুখে আছে?

মাধুবী আহা। ঊষা ভাল থাক, ঊষা সুখে থাক। সে আমাব জন্যে অনেক কবেছে তুমি এমন হ'লে কেন? তুমি আমার এ দশা ক'বলে কেন?

বিমল মাধুবি তুমি সবলা, মানব হৃদয় অবগত নও, তুমি মনে কব, জগতেব সকলেই বুঝি তোমাব মত সবল কিন্তু

তা নয়, জগতের অধিকাংশ ব্যক্তির হৃদয় কুটিলতাময়। তোমার মত সরল হৃদয় অতি অল্প। আমিও সেই কুটিল দলের একজন।

মাধুরী। না না তুমি মিথ্যে ব'লনা, তুমিত কুটিল নও; আমি জানি তুমি খুব সরল।

বিমল। আহা মাধুরি, তুমি আমায় এত ভালবাস? কেন তুমি দেখা দিলে? কেন তুমি দেখা দিলে? হৃদয়ের দাবানলে ঘৃতাহুতি ক'রলে? আমার অন্তরের নরক যন্ত্রণা আরও দ্বিগুণ বাড়লো। মাধুরি, তোকে যদি এই জ্বালা ভরা বুকে এখন ধরি, আমার জ্বালা জুড়িয়ে যায় বটে, কিন্তু তোকেত সুখী ক'রতে পারবো না। আমার প্রাণের পাপ বাসনা এখনও দূর হয় নাই। হৃদয়ের কলঙ্কের রেখা এখনও মোছে নাই। তোকে হাসিয়ে আবার কেন কাঁদাব? না মাধুরি, তা আমি পারবো না, যাও, তুমি যেথায় গিয়ে সুখী হও যাও।

মাধুরী। আর আমার সুখ কোথা আছে? যেখানে আমার সুখের সীমা, যাকে নিয়ে আমার সুখ, সে যখন সেখান থেকে আমায় তাড়িয়ে দিলে, আর আমার সুখ কোথা? তুমি সুখে থাক, তা হ'লেই আমার সুখ। তবে আমি যাই। আর আসবো না, কাল থেকে 'মাধুরী' ব'লে কাউকে পাবেনা। মাধুরী কোথায় যাবে, কেউ জানবে না, তবে আমি চল্লুম।

গীত।

ছলে কলে যদি প্রাণ নিলে?
কেন হে চাতুরী এত, অবলারে কাঁদাইলে।

ঐ মূরতি হৃদে ধরি, মানস নয়ন ভরি,
দিবানিশি নাথ হেরি ভাসি আঁখিজলে।
এই কি পিরীতি রীতি, ছি ছি প্রাণে দাগা দিলে॥

(প্রস্থানোদ্যোগ)

বিমল। মাধুরি শোন শোন।

মাধুরী। কি ব'লছো?

বিমল। তুমি না বলেছিলে, তুমি আত্মবিসর্জ্জন ক'রতে পার?

মাধুরী। কেন পারবো না? আমি সব পারি, তোমার জন্যে সব পারি।

বিমল। আমিও কি তোমার জন্যে কিছু ক'রতে পারি না? দেখ, পারি কি না। আয় মাধুরি আয়, আমার বুকে আয়। ঐ সম্মুখে তরঙ্গবাহী বিপুলকায়া ভাগিরথী ভীম প্রকৃতির সহিত মিলিত হ'যে আরও ভীমা মূর্ত্তি ধরে'ছেন, আয় দুজনে হেসে হেসে ওর ভিতরে যাই। তোতে আমাতে আত্মবিসর্জ্জন ক'রে, প্রণয়ের অতুল কীর্ত্তি রেখে যাই। মাধুরী পারবেত?

মাধুরী। কেন পারবো না? আমি যে পাগল, আমি সব পারি।

বিমল। তবে আয়, দুজনে এ পাপ পৃথিবী হ'তে চ'লে যাই। যেখানে শোক তাপ পাপ নাই, যেখানে নিরিচ্ছা নাই, সেখানে বিবাদ বিসম্বাদ নাই, যথায় চিরশান্তি বিরাজিত, আয় মাধুরি সেইখানে যাই।

(মাধুরীকে লইয়া বিমলের ভাগিরথী নীরে ঝম্প প্রদান ও উভয়ে মগ্ন হওন।)

তৃতীয় দৃশ্য।

(কানন পথ)

প্রদোষের প্রবেশ

প্রদোষ — লালসায় তুচ্ছ কীট মানবনিকর
বিমল প্রাণের সখা প্রাণের বিমল,
ওহো অবিশ্বাস কালকূট জগতের
পথে, ছি ছি মরিচীকা এস এস তুমি,
তুমিই এখানে আর ঊষা দেখে যাবে,
উদ্দেশ্য উদ্যমহীন জীবন মাঝারে,
মিশাইয়ে হতাশ হতাশ, পড়ে আছি ;
সঙ্গী নাই, শুধু অশান্তির কোলাহল,
পিশাচের ভূতদ্বন্দ্ব, বুকে ধরি, হায়
পড়ে আছি যেন এ জগতের নয় যেন
নীরাশার অন্ধকূপে, আশার ছলনে
প্রহেলী ব্যাথয়া, কল্পনার সুখ ছবি
হৃদয়ে আঁকিয়া, স্ব ইচ্ছায় বন্দি হ'য়ে
আছি? যবে তোর সেই মধুর কাহিনী,
একে একে স্মৃতিদর্পণ খুলে, বিস্মৃতির
রাজ্য হ'তে টেনে নিয়ে এসে, শূন্য প্রাণ
পূর্ণ করি, সুখস্বপ্ন ধীরে ভেসে আসে
মানস নয়নে, ভবিষ্য কালের দ্বার
করি উন্মোচন, বিমোহন কত ছবি

সুর দেয় পাখী ডেকে ওঠে, সমীরণ
কানে কানে চুপি চুপি কত কথা কয়
ফুটে ওঠে সোহাগে কুসুম রাশি হায়
মুছে গেছে আশা নিরাশায় সে উষার
উষা আর না আসিবে শুধু অন্ধকার

গীত

হৃদয় মৃণাল হ'তে, ছিঁড়েছে কমল ধনে
শুকায়েছে বুঝি হায় এতদিনে অযতনে।
সুবাস বিকাশ কোরে, কে আর মাতাবে মোরে,
আর কার ছায়া ধোরে, ধরিব এ জীবনে ॥
সুখ আশা ফুরায়েছে, ভালবাসা কোথা গেছে,
স্মৃতিটুকু রহিয়াছে, জড়িত সুখ স্বপনে।

(উষাকে লইয়া অপ্সরাগণের প্রবেশ)

গীত।

১ম অপ্সরা নাশিতে বিরহ মশি, ফুটিল উষার হাসি
মোহিত মানস হেরি, মনোলোভা শোভারাশি ॥
২য় অপ্সরা ধর ধর প্রাণধনে, দেখো দেখ, সযতনে,
থেক' হে বিভোর হ'য়ে, প্রেমসরে সুখে ভাসি।
৩য় অপ্সরা চোখে চোখে চেয়ে থেক,
প্রাণে ছাড়া ক'র নাক,
পূরাও মনের আশ, সে সাধে হে অভিলাষী।

প্রদোষ (ঊষার প্রতি) গীত

(আমার) নয়ন আলো, কেন নিভেছিল!
জীবনের ধ্রুবতারা হেসে এসে দেখা দিল।
আঁধার হৃদয় মাঝে, রবি শশী নব সাজে,
মোহিনী মাধুরী ঢেলে মধুর সাজিল।
অনেক দিনের ব্যথা, কত দুখ কাতরতা,
(তোরে) ব্যথিত বুকেতে ধ'রে, সব জ্বালা জুড়াইল॥

ঊষা — গীত

প্রাণে প্রাণ রাখ ঢেকে।
বুকের লুকান ব্যথা কব মুখে মুখ রেখে।
অবলা সবলা বালা, সয়েছি অনেক জ্বালা,
জুড়াল হৃদি বেদনা চারু চাঁদমুখ দেখে

অপ্সরাগণের নৃত্যগীত

দেখলো সই আঁখি ভরি, কেমন মিলে অলি ফুলে।
ঢলে ফুল সোহাগ ভরে,
(ওলো) অলি কি তার মধু ভুলে।
ধায় অলি আশে পাশে, ফুল বুঝি তাই দুলে হাসে,
ফোটে ফুল ঢালে মধু,
(ওলো) বধূঁ পিয়ে ঢুলে ঢুলে॥

যবনিকা পতন।